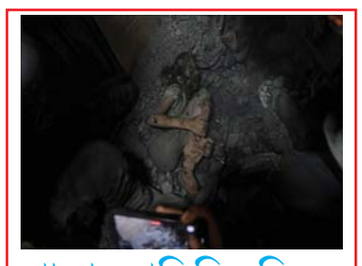

গাজায় প্রতিদিন নিহত হচ্ছে ১৬০ শিশু: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

সারে-জমিন

মিডডে মিলে মরা টিকটিকি, আতঙ্ক গ্রামে

রূপসী বাংলা

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশ্য

সম্পাদকীয়

জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের সহজ আমল

দাওয়াত

নেদারল্যান্ডসকে গুড়িয়ে অবশেষে ইংল্যান্ডের জয়

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৯ নভেম্বর, ২০২৩
২২ কার্তিক ১৪৩০
২৪ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 301 ■ Daily APONZONE ■ 9 November 2023 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

বিশ্বভারতীর নয়া ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হলেন সঞ্জয় মল্লিক

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বিশ্বভারতীর প্রথা অনুযায়ী মঙ্গলবার বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের মেয়াদের শেষ দিন ছিল। রাজ্যবাসী তাকিয়ে ছিল যে আজকে বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর মেয়াদ শেষ হবে কিনা। মেয়াদ উত্তীর্ণ নিয়ে বহু টালবাহানা শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু দিনের শেষে জানা যায় বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের মেয়াদ শেষ। বিশ্বভারতীর নয়া ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হয়েছেন সঞ্জয় মল্লিক। তখনই শান্তিনিকেতন এলাকা জুড়ে এক খুশির হওয়া বয়ে চলে। সকলে মিলে আনন্দে মিষ্টি মুখ করেছেন। এমনকি হিন্দুদের শেষকৃত্যের রীতির মতো বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে খাটিয়াতে নিয়ে বল হরি হরি বল এবং হরিনাম সংকীর্তন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শান্তিনিকেতন ক্যাম্পাসের ঘোরানো হয়। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অবমাননারপ্রতিবাদে শান্তিনিকেতনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় নির্দেশে তৃণমূলের ধরনার মঙ্গলবার ছিল তার ১৩ তম দিন। সেই দিন তাদের সুখবর মিলল।

ছত্তিশগড়ে রাহুল গান্ধির মন্তব্য

আদিবাসীদের আমরা আলিঙ্গন করি, বিজেপি নেতারা গায়ে প্রস্রাব করে

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বুধবার বলেছেন, ভারতীয় জনতা পার্টি আদিবাসীদের 'আদিবাসী'র পরিবর্তে 'বনবাসী' বলে ডাকে, কারণ তারা চায় না তারা 'বড় স্বপ্ন দেখুক'।

ছত্তিশগড়ে দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনের আগে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বিজেপি নেতাদের সমালোচনা করেন আদিবাসীদের ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে না পাঠানোর জন্য।

তিনি বলেন, "বিজেপি আদিবাসীদের জন্য 'বনবাসী' শব্দটি ব্যবহার করেছে। 'বনবাসী' এবং 'আদিবাসী'র মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই ভিডিওটি দেখেছেন যেখানে একজন বিজেপি নেতা এক আদিবাসী ব্যক্তির ওপর প্রস্রাব করেছেন," বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে কংগ্রেস নেতা বলেন। এই ঘটনা বিজেপির মানসিকতার প্রতিফলন। "আদিবাসী শব্দটির গভীর অর্থ রয়েছে। এটি 'জল, জঙ্গল, জমি (জল, বন, জমি)' এর উপর আপনার অধিকার প্রকাশ করে। 'বনবাসী' মানে যারা জঙ্গলে বাস করে। বিজেপি আপনাদের বনবাসী বলে, আমরা আপনাদের আদিবাসী বলি। বিজেপি

আপনাদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, আমরা আপনাদের অধিকার দিয়েছি। আমরা আপনাদের আলিঙ্গন করি, বিজেপি নেতারা আপনাদের গায়ে প্রস্রাব করেন।

দেশের বনাঞ্চল সংকুচিত হচ্ছে এবং আগামী ১৫-২০ বছরের মধ্যে যখন তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তখন আদিবাসীরা কোথায় যাবে, তারা কি রাস্তায় ভিক্ষা করবে? রাহুল গান্ধী আরও বলেন যে 'বিজেপি নেতারা আপনাদের ইংরেজি না শিখতে বলেন। আমরা চাই আদিবাসী যুবকরা ছত্তিশগড়ী, ইংরেজি ও হিন্দি শিখুক। বিজেপি নেতাদের জিজ্ঞেস করুন, তারা তাদের সন্তানদের কোন স্কুলে পাঠায়, ইংরেজি মাধ্যম না হিন্দি মাধ্যমে। সবাই বলবে ইংলিশ মিডিয়াম। তাদের ছেলেমেয়েরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়তে পারে এবং বড় স্বপ্ন দেখতে পারে, তাহলে উপজাতীয় শিশুরা কেন তা করতে পারে না? তারা চায় না আপনার সন্তানরা ইংরেজি শিখুক, বড় স্বপ্ন দেখুক। তাই তারা আপনাদের বনবাসী বলে ডাকে এই শব্দটি আপনাদের জন্য অপমানজনক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিটি ভাষণে নিজেকে ওবিসি বলে অভিহিত করেন এবং ওবিসি কল্যাণের কথা বলেন, কিন্তু কংগ্রেস যখন জাতিগত আদমশুমারি চেয়েছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে কেবল একটি জাতি রয়েছে, দরিদ্র। তাহলে কেন আপনি নিজেকে ওবিসি বলছেন? যদি একটিমাত্র জাতি থাকে, তাহলে ধনী কারা?

সংরক্ষণ কোটা বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ করছে বিহার মন্ত্রিসভা

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার বিহার মন্ত্রিসভা এসসি, এসটি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি), অত্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণি (ইবিসি) এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর (ইডব্লিউএস) জন্য কোটা বিদ্যমান ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে মোট ৭৫ শতাংশ করার প্রস্তাব পাস করে। চলতি শীতকালীন অধিবেশনে সেই অনুযায়ী বিধানসভায় একটি বিল আনা হবে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বিধানসভায় উপস্থাপিত বিহার জাতিগত সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর বিতর্ক শেষ করার সময় এই বিষয়ে একটি বিবৃতি দেন।

লোকসভা নির্বাচনের আগে নীতিশ কুমারের এই প্রস্তাবে ওবিসি এবং ইবিএসের সংরক্ষণের পরিমাণ বর্তমান ৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪৩ শতাংশ এবং তফসিলি জাতির জন্য ২০ শতাংশ (১৬ শতাংশ থেকে) এবং এসটিদের জন্য ২ শতাংশ (১ শতাংশের পরিবর্তে) বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। ইডব্লিউএসের জন্য কোটা বিদ্যমান ১০ শতাংশে থাকবে। সমীক্ষার রিপোর্টে দেখা গেছে যে ওবিসি (২৭.১৩ শতাংশ) এবং অত্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণীর উপ-গোষ্ঠী (৩৬ শতাংশ) রাজ্যের মোট ১৩.০৭ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৬৩ শতাংশ, যেখানে এসসি এবং এসটি একত্রে ২১ শতাংশের বেশি।

ডিসেম্বরে শুরু হবে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন

আপনজন ডেস্ক: সংসদের শীতকালীন অধিবেশন ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হতে পারে এবং ক্রিসমাসের আগে শেষ হতে পারে। আগামী ৩ ডিসেম্বর পাঁচটি রাজ্যে ভোট গণনার কয়েক দিন পর অধিবেশন শুরু হতে পারে। আইপিসি, সিআরপিসি এবং এভিডেন্স অ্যাক্টের পরিবর্তে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিল অধিবেশন চলাকালীন বিবেচনার জন্য নেওয়া হতে পারে কারণ স্বরাষ্ট্র সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ইতিমধ্যে তিনটি প্রতিবেদন গ্রহণ করেছে।

শীতকালীন অধিবেশন সাধারণত নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হয় এবং ২৫ ডিসেম্বরের আগে শেষ হয়।প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগসংক্রান্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল সংসদে বিচারাধীন রয়েছে।

সিইসি ও নির্বাচন কমিশনারদের মর্যাদা মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সমতুল্য করার চেষ্টায় বিরোধী দল ও সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনারদের প্রতিবাদের মুখে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে বিলটি পাসের জন্য সরকার জোর দেয়নি। বর্তমানে তারা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির মর্যাদা ভোগ করছেন। উল্লেখ্য, সামনে লোকসভা নির্বাচন। তার আগে শীতকালীন অধিবেশনে বেশ কয়েকটি বিল পাশ করিয়ে নিতে চাইছে বিজেপি।

সাংসদ পদ খারিজের সুপারিশ!

সিবিআই তদন্ত মহুয়ার বিরুদ্ধে: নিশিকান্ত

আপনজন ডেস্ক: বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বুধবার বলেছেন, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে লোকপাল।

মৈত্র বলেন, আদানি গ্রুপের কয়লা কেলেঙ্কারির তদন্তের জন্য সিবিআইয়ের প্রথমে এফআইআর দায়ের করা উচিত। ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানির নির্দেশে উপহারের বিনিময়ে আদানি গ্রুপ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে টার্গেট করে লোকসভায় প্রশ্ন করার জন্য মৈত্রকে অভিযুক্ত করেছেন বিজেপি সাংসদ। বিষয়টি লোকসভার নৈতিকতা কমিটি খতিয়ে দেখছে। মহুয়া কোনও আর্থিক সুবিধা পাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এক পোস্টে দুবে লিখেছেন, 'আমার অভিযোগের ভিত্তিতে লোকপাল আজ অভিযুক্ত মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তার বিনিময়ে দুর্নীতিতে জড়িত থাকার জন্য সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে লোকপালের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। মহুয়া মৈত্র লেখেন, 'মিডিয়া আমাকে ফোন করায় আমার উত্তর: ১. ১৩ হাজার কোটি টাকার আদানি কয়লা কেলেঙ্কারিতে সিবিআইকে প্রথমে এফআইআর দায়ের করতে হবে। ২. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অফিসের ছাড়পত্র নিয়ে এফপিআই মালিকানাধীন আদানি সংস্থাগুলি কীভাবে ভারতীয় বন্দর ও বিমানবন্দর কিনছে তা জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়। তারপর সিবিআই আসতে স্বাগত জানাবে, আমার জুতা গুনবে। গত ২১ অক্টোবর সংসদে প্রশ্ন তোলার জন্য ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বিরোধী লোকপালের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন দুবে।

দুবে মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে আর্থিক লাভের জন্য জাতীয় নিরাপত্তার সাথে আপস করার ও অভিযোগ করেছিলেন।

অন্যদিকে, মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে তদন্তকারী সংসদীয় কমিটি তার সাংসদ পদ থেকে বরখাস্ত করার সুপারিশ করেছে। মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, ৫০০ পৃষ্ঠার রিপোর্টে, কমিটি মহুয়া মৈত্রের কাজকে অত্যন্ত আপত্তিকর, অনৈতিক, জঘন্য এবং অপরাধমূলক বলে বর্ণনা করেছে। কমিটি মহুয়ার কঠোর শাস্তি দাবি করেছে।

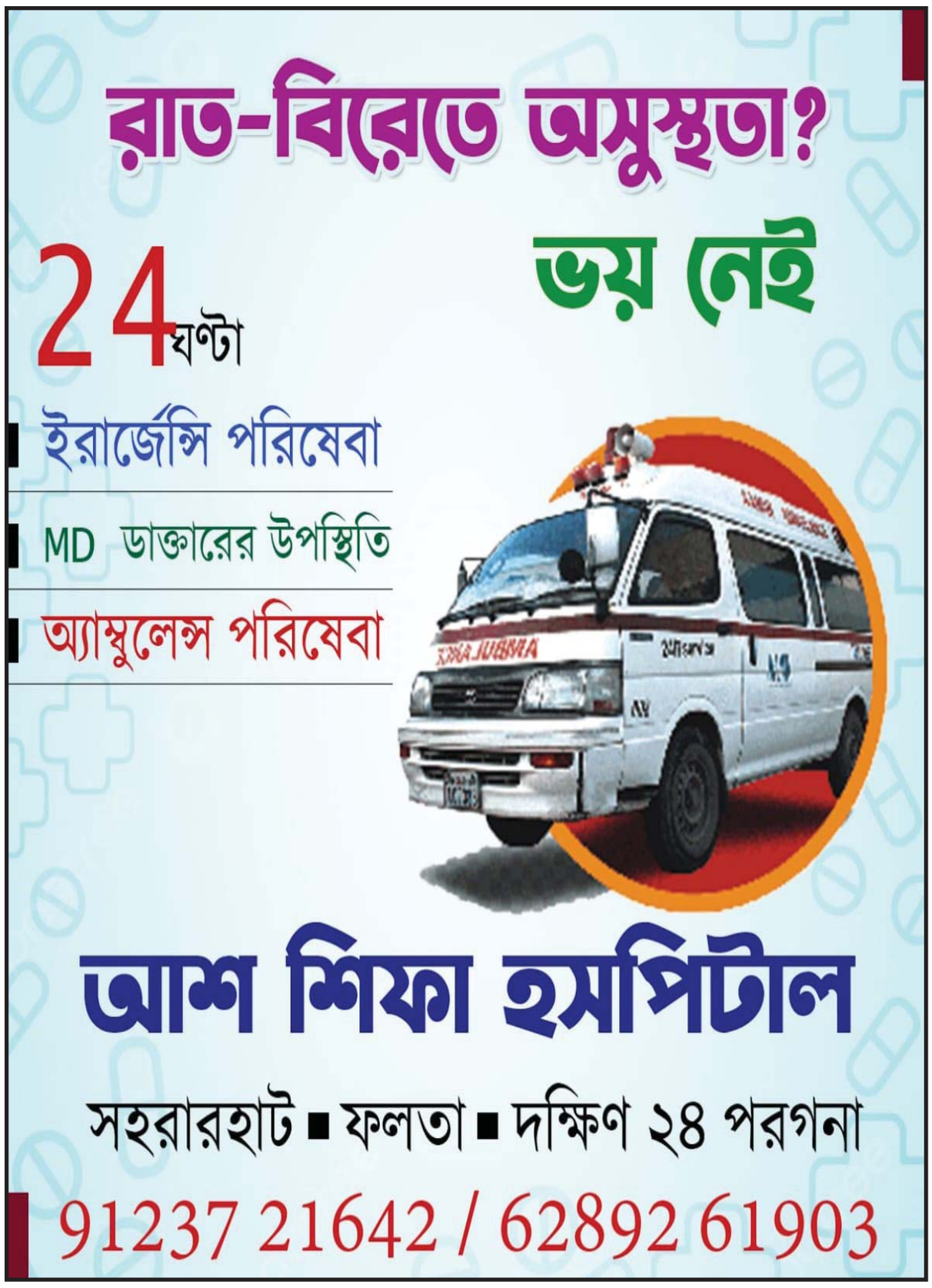

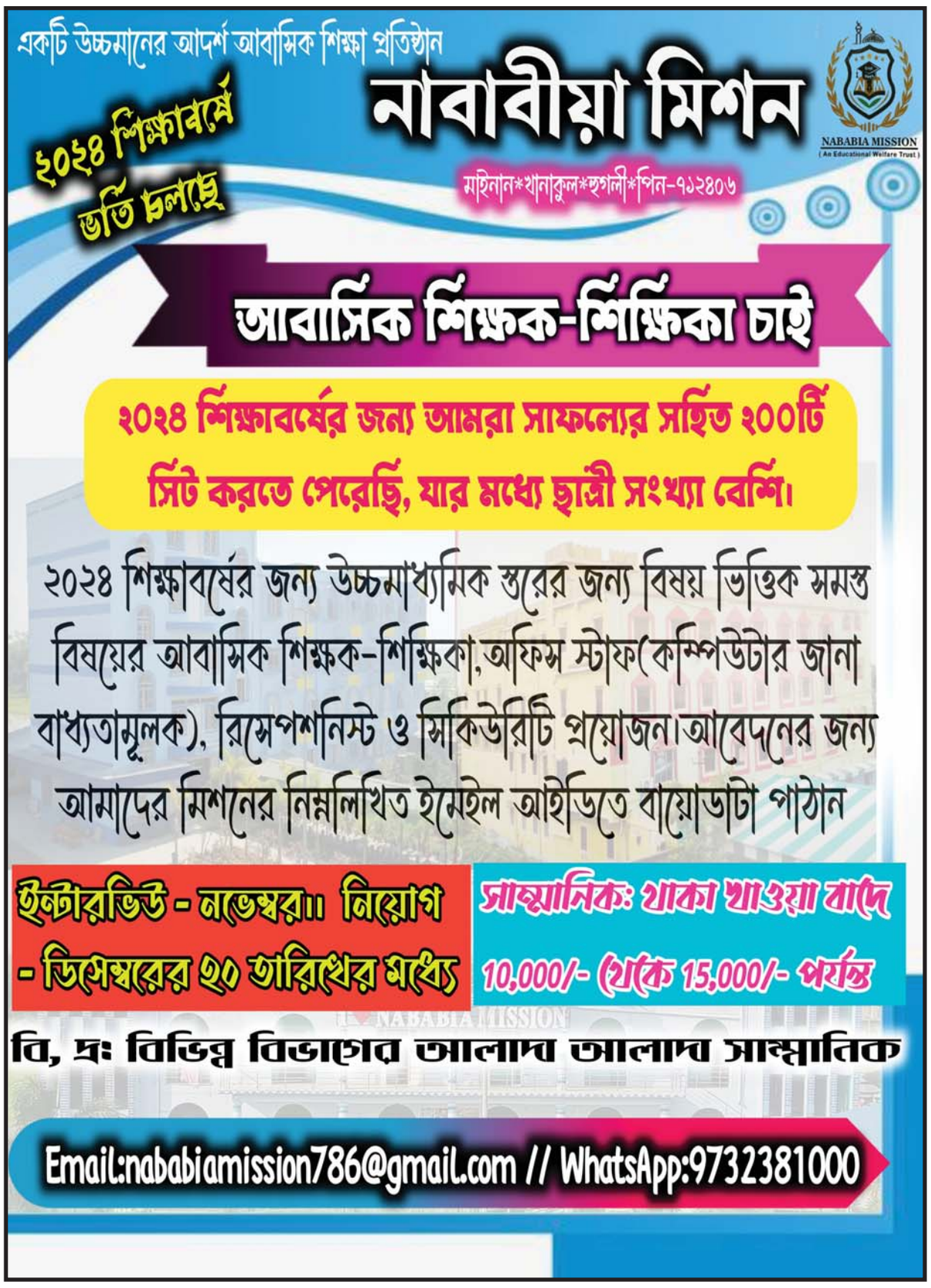

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৮ বর্ষ, ৩০১ সংখ্যা, ২২ কার্তিক ১৪৩০, ২৪ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

শুভ-অশুভ

স্কটিশ লেখক রবার্ট লুইস স্টিভেনসন ১৮৮৬ সালে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ ‘ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইড’। একই মানুষের দুইটি রূপ ছিল—ভালো সত্তাটি হইল ‘ডক্টর জেকিল’ এবং খারাপ সত্তাটি মিস্টার হাইড। গ্রন্থটির মূল বক্তব্য এক কথায় :মানুষ একই সঙ্গে দেবতা ও দানব।

এই চিত্র আমরা সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই। শুভ সত্তাসম্পন্ন ডক্টর জেকিলদের মাধ্যমে পৃথিবী মানুষের জন্য একদিকে বসবাস উপযুক্ত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিবে, অন্যদিকে অশুভ সত্তার ‘মিস্টার হাইডদের’ মাধ্যমে পৃথিবী অগ্রসর হইতে থাকিবে ধ্বংসের দিকে। ইহা যেন শুভ-অশুভের লড়াই।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা স্মরণ করিতে পারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘তিনসঙ্গী’ গল্পের ‘শেষ কথা’র আংশটি। অচিরা তার নানাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘তুমি সেদিন বলছিলে না, মানুষের সত্য তার তপস্যার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে? তার অভিব্যক্তি বায়োলজির নয়।’ তখন দাদু বলিলেন, ‘...পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে।

কেবলমাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরো তপস্যা সামনে আছে, আরো স্থূলত্ব বর্জন করতে হবে, তবে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে, কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।’ অর্থাত্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে জানাইয়াছেন, এই সভ্যতা যতই আগাইয়া যাইবে ততই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়িবে।

অন্যদিকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বৈজ্ঞানিক অ্যাভি লোয়েব বলিয়াছেন, যেই দিন মানুষ প্রযুক্তির শীর্ষে পৌঁছাইয়া যাইবে, সবচাইতে উন্নত প্রযুক্তিগত ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে, সেই দিন মানবজাতি ধ্বংসের মুখে পৌঁছাইয়া যাইবে।

তিনি মনে করেন, ‘মানুষের লোভের কারণে যেইভাবে পৃথিবীর অবস্থা দিনদিন খারাপ হইতেছে, তাহাতে মনে হয় না মানুষ আর খুব বেশি দিন পৃথিবীতে থাকিতে পারিবে। তিনি বলেন, ‘ক্লাইমেট চেঞ্জ তো রহিয়াছেই, তাহার সহিত মানুষের তৈরি দুইটি আরো ভয়ংকর সমস্যা সম্মুখীন হইবে পৃথিবী। প্রথমটি মহামারি। দ্বিতীয়টি যুদ্ধ। ইতিমধ্যে জলবায়ুর লাগাতার পরিবর্তনে হিমবাহ দ্রুত গলিয়া যাইতেছে। সমুদ্রের উচ্চতা প্রতিনিয়ত বাড়িতেছে।

কয়েক শত বত্সর ধরিয়া ঘুমাইয়া থাকা আগ্নেয়গিরিগুলি পুনরায় জাগিয়া উঠিতেছে। দাবানলের সংখ্যা বাড়িতেছে দিনকে দিন। অন্যদিকে বিভিন্ন শক্তিধর দেশে শত শত পারমাণবিক বোমা বসানো-ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা আছে।

অন্তত ১ হাজার ৮০০ পরমাণু বোমা রহিয়াছে, যেইগুলি খুব স্বল্প সময়ের নোটিশে নিক্ষেপ করা যাইবে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইতিপূর্বে বলিয়াছে, বর্তমানে বিশ্বে যেই পরিমাণ পরমাণু বোমা মজুত রহিয়াছে তাহা দিয়া সমগ্র বিশ্বকে ৩৮ বার পুরাপুরি ধ্বংস করিয়া ফেলা যাইবে।

সুতরাং পৃথিবীতে চলিতেছে শুভ-অশুভ শক্তির দ্বন্দ্ব। মানুষই দেবতা, মানুষই দানব। উভয় শক্তিরই দড়ি টানাটানি হইতেছে। যাহার জোর অধিক তাহারই জয় হইবে।

কাজী নজরুলের মতো বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া জাহান্নামের আগুনে বসিয়া পুষ্পের হাসি দেওয়া কি কাহারো পক্ষে সম্ভব? এই পৃথিবীকে রক্ষা করিতে হইলে শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইবে শুভ সত্তার, যাহাতে বিনাশ ঘটানো সম্ভব হয় দানবসত্তার।

আমরা কেবল আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারি, বিধ্বংসী ঝড়বৃষ্টির পর প্রকৃতি শান্ত হইবে, দিকে দিকে যুদ্ধ-অশান্তি-নরহত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞের পর সকলের নিশ্চয়ই উপলব্ধি ঘটিবে—এই পৃথিবী মানবের তরে, দানবের তরে নহে।

এপির বিশ্লেষণ: ফিলিস্তিনের পক্ষে ভারতে কেন বিক্ষোভ করতে দেওয়া হচ্ছে না

পশ্চিমা বিশ্ব থেকে মুসলিম বিশ্ব–সর্বত্র ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত নিয়ে বিক্ষোভ-সমাবেশ হচ্ছে। গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধের দাবিতে দেশে দেশে বিক্ষোভে রাস্তায় নামছেন লাখ লাখ মানুষ। কিন্তু ফিলিস্তিনের পক্ষে সব সময় উচ্ছ্বকিত ভারতের কাশ্মীর বিস্ময়করভাবে শান্ত। ভারত কর্তৃপক্ষ মুসলিম-অধ্যুষিত কাশ্মীরে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিক্ষোভ-সমাবেশ করতে দিচ্ছে না। জুমার দিন খুতবায় ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত নিয়ে কোনো ধরনের বক্তব্য না দিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরের বাসিন্দা ও মুসলিম ধর্মীয় নেতারা **বার্তা সংস্থা এপিকে** এমনই বলছেন।

পশ্চিমা বিশ্ব থেকে মুসলিম বিশ্ব–সর্বত্র ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত নিয়ে বিক্ষোভ-সমাবেশ হচ্ছে। গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধের দাবিতে দেশে দেশে বিক্ষোভে রাস্তায় নামছেন লাখ লাখ মানুষ। কিন্তু ফিলিস্তিনের পক্ষে সব সময় উচ্ছ্বকিত ভারতের কাশ্মীর বিস্ময়করভাবে শান্ত।

ভারত কর্তৃপক্ষ মুসলিম-অধ্যুষিত কাশ্মীরে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিক্ষোভ-সমাবেশ করতে দিচ্ছে না। জুমার দিন খুতবায় ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত নিয়ে কোনো ধরনের বক্তব্য না দিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরের বাসিন্দা ও মুসলিম ধর্মীয় নেতারা বার্তা সংস্থা এপিকে এমনই বলছেন।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, কাশ্মীরে কোনো ধরনের বিক্ষোভ সমাবেশ যাতে দানা বাঁধতে না পারে, নয়াদিল্লির সরাসরি শাসন অবসানের দাবি যাতে কাশ্মীরের মানুষ আওয়াজ তুলতে না পারে, সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেকোনো ধরনের বিক্ষোভ-সমাবেশে বিধিনেষেধ আরোপ করেছে।

আবার নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর ফিলিস্তিন ইস্যুতে ভারতের দীর্ঘদিনের পররাষ্ট্রনীতির বদল ঘটিয়েছে।

বিরোধীদের শাসিত কয়েকটি রাজ্যে ফিলিস্তিনের পক্ষে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে অনেককে আটক করা হয়েছে। একমাত্র বামপন্থী সরকার–নিয়ন্ত্রিত কেরালা রাজ্যে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিক্ষোভ করা গেছে।

ভারত দীর্ঘদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যের বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে একধরনের নিরপেক্ষ নীতি মেনে চলছিল। ঐতিহাসিকভাবে দুই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। কিন্তু ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পরপরই কড়া নিন্দা জানিয়ে বসল ভারত। একই সঙ্গে ইসরায়েলের প্রতি সংহতি জানিয়েছে তারা।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় বিপুলসংখ্যক বেসামরিক নাগরিক নিহতের ঘটনায় মোদি সরকার দায়সারা গোছের বিবৃতি দিয়েছে, যাতে গাজায় আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সমুন্নত রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

কাশ্মীর নীরব থাকা অনেকের কাছে বেদনার

মুসলিম ধর্মীয় নেতা মিরওয়াইজ ওমর ফারুক বলেন, ‘মুসলমানদের দৃষ্টিতে দেখলে, ফিলিস্তিনিরা আমাদের খুবই প্রিয়। তাঁদের ওপর দমন–পীড়নের বিরুদ্ধে আমাদের কণ্ঠকে উচ্চকিত করা জরুরি। কিন্তু আমাদের জোর করে স্তব্ধ করে রাখা হচ্ছে।’

ওমর ফারুক বলেন, ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত শুরুর পর থেকে প্রতি শুক্রবার এই অঞ্চলের প্রধান মসজিদে তাঁকে ইমামতি করতে দেওয়া হচ্ছে না। এ জন্য তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে।

এই হিমালয় অঞ্চলে ভারতবিরোধী মনোভাব দিন দিন প্রকট হচ্ছে। কাশ্মীরের একাংশ ভারত ও আরেক অঞ্চল পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ২০১৯ সালে মোদি সরকার জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেয়। কেন্দ্রীয় সরকার ভিন্ন মতাবলম্বী, নাগরিক ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ শুরু করে।

কাশ্মীরের জনগণ দীর্ঘদিন ধরে ফিলিস্তিনিদের প্রতি গভীর সংহতি জানিয়ে আসছে। গাজায় এর আগে যেকোনো সংঘাতে তারা ইসরায়েলবিরোধী বিরাট বিক্ষোভ করেছে। ওই সব বিক্ষোভকারী একই সঙ্গে কাশ্মীরে ভারতের শাসনের অবসান দাবি করে স্লোগান দিতো, যাতে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ত। এতে হতাহতের ঘটনাও ঘটত।

হামাসের হামলার পর ইসরায়েলের পক্ষে বিশ্বনেতাদের মধ্যে যাঁরা দ্রুত ইসরায়েলের প্রতি সংহতি জানিয়েছেন, হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁদের অন্যতম। তিনি হামাসের হামলাকে ‘সন্ত্রাসবাদী’ হামলা বলে উল্লেখ করেছেন।

অবশ্য ১২ অক্টোবর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি দেয় যাতে ‘সার্বভৌম, স্বাধীন ও কার্যকর’ ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভারতের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করা হয়, যেখানে নিরাপদ ও সীমান্ত স্বীকৃতির মাধ্যমে ইসরায়েলের পাশে ফিলিস্তিনি জনগণ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

ভারতের গুজরাটের আহমেদাবাদ নগরে ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ করতে গেলে পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে। অক্টোবর শেষে

ভারতের গুজরাটের আহমেদাবাদ নগরে ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ করতে গেলে পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে। অক্টোবর শেষেছবি-রয়টার্স

ঠিক এর দুই সপ্তাহ পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গাজায় মানবিক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ভারত ভোটদান থেকে বিরত থাকল। ভারতের এ ভূমিকা ফিলিস্তিন ইস্যুতে তাদের অতীতের অবস্থানের বিপরীত। নয়াদিল্লি ভোটদানে বিরত থাকার পক্ষে যুক্তি দেখাল, প্রস্তাবে ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার নিন্দা জানানো হয়নি।

উইলসন সেন্টারের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান বলেন, ‘ভারতের এ ভূমিকা অস্বাভাবিক।’

কুগেলম্যান বলেন, হামাসকে উৎখাতের নামে গাজায় ইসরায়েলের হামলাকে ভারত সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান হিসেবে দেখে থাকে। তাদের ভাষ্য, এসব অভিযানে ফিলিস্তিনের বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করা হয় না। গাজায় হামলার ব্যাপারে

ইসরায়েলের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক এটাই। কুগেলম্যান আরও বলেন, ভারতের দৃষ্টিতে মানবিক বিরতির জন্য এমন অভিযান বন্ধ করা যায় না।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর তাঁর দেশের ভোটদানে বিরত থাকার বিষয়টি যৌক্তিক হিসেবে তুলে ধরতে চান। তিনি গত শনিবার নয়াদিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘এটা কেবল সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। আপনি গড়পড়তা ভারতীয় নাগরিককে জিজ্ঞেস করুন, সন্ত্রাসবাদ মানুষের মনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।

> পুলিশ প্রথমে আমাদের মসজিদের ভেতরে ইসরায়েলি নৃশংসতার নিন্দা জানানোর অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু গত শুক্রবার তারা বলেছে, মসজিদের ভেতরে ফিলিস্তিন নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না
>
> **—আগা সাইদ মোহাম্মদ হাদি, কাশ্মীরের ধর্মীয় নেতা**

আমাদের মতো খুব কম দেশই সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করছে।’ যদিও মোদির সরকার গাজার অবরুদ্ধ নাগরিকদের জন্য মানবিক সহায়তা পাঠিয়েছে, তবু অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, আদর্শিকভাবে এ সরকার ইসরায়েলের প্রতি একাত্ম। এই মাসে অনুষ্ঠেয় কয়েকটি রাজ্যের বিধান সভার নির্বাচন এবং আগামী বছর অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনে ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থানের সুফল নিতে চায় মোদির বিজেপি। ইসরায়েলের প্রতি ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদী নাগরিকদের সমর্থনের বিষয়টি মাথায় রেখে মোদি সরকার ফিলিস্তিন-ইসরায়েল ইস্যুতে অবস্থান বদলেছে। এই হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের ভোট বিজেপির বাক্সেই বেশি পড়ে থাকে। ইসরায়েল থেকে ভারতের

> ভারতের অভ্যন্তরে এ যুদ্ধের প্রভাব পড়তে পারে। কারণ, এ দেশে বিপুল মুসলিম জনগোষ্ঠী রয়েছে। হিন্দু-অধ্যুষিত দেশটিতে প্রায় ২০ কোটি মুসলমানের বসবাস, যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড়
>
> **—প্রাভিন দোন্থি, জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক, ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ**

টেলিভিশন চ্যানেলের পরিবেশিত খবরেও মোদি সরকারের অবস্থানের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুসলিমবিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন, যা ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবরে এসেছে। তাদের এ প্রচার মোদি সরকারকে আরও বেশি সুবিধা দিচ্ছে।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক প্রাভিন দোন্থি বলেন, ভারতের অভ্যন্তরে এ যুদ্ধের প্রভাব পড়তে পারে। কারণ, এ দেশে বিপুল মুসলিম জনগোষ্ঠী রয়েছে। হিন্দু-অধ্যুষিত দেশটিতে প্রায় ২০ কোটি মুসলমানের বসবাস, যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড়।

প্রাভিন বলেন, ‘ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতি একই রেখায় মিশে গেছে। ইসরায়েলের পক্ষে নয়াদিল্লির অবস্থান ভারতের কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন, যাদের নিয়মিত কাজ হচ্ছে মুসলিমদের লক্ষবস্তু করা।’

ভারত ঐতিহাসিকভাবে ফিলিস্তিনের পক্ষে

১৯৪৭ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জাতিসংঘে উত্থাপিত প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল ভারত। ১৯৭০-এর দশকে আরব দেশগুলোর বাইরে ভারতই প্রথম ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা সংগঠনকে (পিএলও) ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ১৯৮০-এর দশকে ভারত ফিলিস্তিনকে পূর্ণ কূটনীতিকের মর্যাদা দিয়েছিল। পিএলও ইসরায়েলের সঙ্গে সংলাপ শুরুর পর ১৯৯২ সালে ভারত চূড়ান্তভাবে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। কাশ্মীর নিয়ে ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে সীমিত যুদ্ধের সময় এ সম্পর্ক নিরাপত্তা সম্পর্কে বিস্তৃত হয়। তখন ইসরায়েল ভারতকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে সহায়তা করে। এরপর বিগত বছরগুলোতে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়েছে। এখন তো রাশিয়ার পর ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ হচ্ছে ইসরায়েল।

২০১৪ সালে মোদি জয়ী হওয়ার পর তিনিই প্রথম ভারতের প্রধানমন্ত্রী, যিনি ২০১৭ সালে ইসরায়েল সফরে যান। পরের বছর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নয়াদিল্লি সফরে আসেন। তিনি সম্পর্কে মাত্রা বোঝাতে গিয়ে নয়াদিল্লি ও তেল আবিবের ‘স্বর্গীয় সম্পর্ক’ বলে উল্লেখ করেছিলেন।

বামপন্থী সরকারশাসিত কেরালা রাজ্যে কেবল ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ করা যাচ্ছে

বামপন্থী সরকারশাসিত কেরালা রাজ্যে কেবল ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ করা যাচ্ছেছবি: এপি

নেতানিয়াহুর সফরের কয়েক সপ্তাহ পর মোদি প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পশ্চিম তীরের ইসরায়েল অধিকৃত রামাল্লা সফরে যান। সেখানে তিনি ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে মোদি বলেছিলেন, ‘ভারত আশা করে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ফিলিস্তিন শিগগিরই একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।’

মোদির সমালোচকেরা এখন তাঁর ও ইসরায়েল সরকারের মধ্যে তুলনা করে বলছেন, ইসরায়েলের মতো মোদি সরকারও সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে ‘গোষ্ঠীগত শাস্তির’ নীতি নিয়েছে। তারাও মুসলমানদের ঘরবাড়ি ও সম্পদ ধুলায় মিশিয়ে দিচ্ছে।

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত শুরুর পর এমনকি কাশ্মীরের বাইরে অন্যান্য রাজ্যেও ভারত সরকার ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ বন্ধ করে দিয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অজুহাত দেখিয়ে তারা কোনো কর্মসূচি পালন করতে দিচ্ছে না।

বিরোধীদের শাসিত কয়েকটি রাজ্যে ফিলিস্তিনের পক্ষে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে অনেককে আটক করা হয়েছে। একমাত্র বামপন্থী সরকার–নিয়ন্ত্রিত কেরালা রাজ্যে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিক্ষোভ করা গেছে।

তবে কাশ্মীরে জোরপূর্বক মানুষকে স্তব্ধ করে রাখা শুধু মতপ্রকাশের স্বাধীনতার লঙ্ঘন নয়, বরং ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়ার শামিল।

কাশ্মীরের ধর্মীয় নেতা আগা সাইদ মোহাম্মদ হাদি বলছিলেন, গত তিনটি জুমায় তিনি মসজিদে নামাজ পড়াতে পারেননি। তখন থেকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, তিনি ‘ইসরায়েলের নগ্ন আগ্রাসনের’ বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নিতে চেয়েছিলেন।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য এ ধরনের গৃহবন্দী করার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

হাদি বলেন, ‘পুলিশ প্রথমে আমাদের মসজিদের ভেতরে ইসরায়েলি নৃশংসতার নিন্দা জানানোর অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু গত শুক্রবার তারা বলেছে, মসজিদের ভেতরে ফিলিস্তিন নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না।’

হাদি বলেন, ‘তারা আমাদের বলেছে, আমরা কেবল ফিলিস্তিনের জন্য প্রার্থনা করতে পারব। তা-ও আবার স্থানীয় কাশ্মীরি ভাষায় দোয়া করা যাবে না, করতে হবে আরবি ভাষায়।’

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশ্য ও দাদাগিরির ভূমিকা প্রাধান্য পায়

ড.মুহাম্মদ ইসমাইল

ইসরাইলি আগ্রাসন ও দখলদারির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য কয়েক দশক ধরে লড়াই চলছে ফিলিস্তিনে। নানা স্বাধীনতা কামী সংগঠন ইজরাইলি হানাদারদের জুলুম, অত্যাচার,খুন,ধর্ষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে অনবরত আন্দোলনে করে আসছে। ধীরে ধীরে ফিলিস্তিনকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করছে ইজরাইল।শুধু তাই বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপনকারী ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একত্রিত হতে থাকে ব্রিটিশ ও আমেরিকার সহযোগিতায়।ইহুদিরা নতুন নতুন এলাকা দখল করতে থাকে ফিলিস্তিন জনগণের ওপর নানা অত্যাচার ও জুলুমের মধ্যে দিয়ে।তার ফলে লাগাতার প্রতিবাদ ও আন্দোলন চলতে থাকে ও দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাত চলতেই থাকে।কিন্তু ফিলিস্তিন যেহেতু ব্রিটিশদের অধীন সামাজ্য হওয়ার কারণে তারা ইহুদি ও ইংরেজ বাহিনীর কাছে আক্রান্ত হতে থাকে।এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদের জন্য বিভিন্ন সময়ে নানা সংগঠনের উৎপত্তি হয় কিন্তু ব্রিটিশ ও আমেরিকা কঠোর হাতে দমন করে স্থানীয় ইহুদিদের সহযোগিতা নিয়ে।তার ফলে ফিলিস্তিনে নানা গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের মধ্যে অন্যতম হল হামাস যা ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। তবে হামাস কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন না।যার প্রধান উদ্দেশ্য হল ইজরাইলের দখলদারি থেকে ফিলিস্তিন ভূমিকে উদ্ধার করা।শুধু তাই তাদের অধিকার, স্বাধীনতা, দীর্ঘ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা এবং নারীদের ইহুদিদের নির্যাতন, খুন ও ধর্ষণ থেকে রক্ষা করা।আন্তর্জাতিক মহল থেকে আরব বিশ্বের সাথে বার বার শান্তি চুক্তি ও,যুদ্ধ বিরতি হলে স্থায়ী ভাবে শান্তি ফেরাতে ব্যর্থ তার অন্যতম কারণ ইজরাইলের জবর দখল ও লাগাতার নানা অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন এলাকা দখল করে নেওয়া। ১৯৯৪ সালে যৌথভাবে শান্তি স্থাপনের জন্য ইয়াসিন আরাফাত, সিমন পরেশ, ইটজাক রবিনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া। পিএনও পর হামাস ও ইসলামিক জিহাদ তাদের ভূখণ্ড রক্ষার,লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

ফিলিস্তিনে শান্তি স্থাপনের জন্য বিভিন্ন চুক্তি সাক্ষরিত হলে ও স্থায়ী ভাবে শান্তি ফেরানো যায়নি কয়েকটি দেশের দখলদারি মনোভাব ও আধিপত্য বিস্থারমুলক মনোভাবের কারণে।কিন্তু গত ৭ অক্টোবর ২০২৩ সালে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর অকথ্য অত্যাচার,খুন,ধর্ষণ, নির্যাতন ও নির্মম হত্যার প্রতিবাদ স্বরূপ হামাস আক্রমণ চালায় ইসরাইলের উপর। প্রায় ১৪০০ জনের কাছাকাছি প্রাণ হারায় ও কিছু ইসরাইলের সেনাবাহিনীকে হামাস নামক স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগঠন আটক করে।তারপর ইসরাইল পালটা আক্রমণ চালায় এবং লাগাতার অসম যুদ্ধ চলছে তারপর থেকে। যদিও যুদ্ধ বললে ভুল হবে। কারণ যুদ্ধ করার মত ক্ষমতা হামাস বা ফিলিস্তিনিদের নেই শক্তিশালী ইজরাইলের বিরুদ্ধে এবং তাদের আত্মরক্ষা করার মত সামরিক শক্তিও নেই। অথচ ইসরাইল একমাস ধরে গাজা ভূখণ্ডে লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এই অসম যুদ্ধে ফিলিস্তিনে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় দশ হাজারের বেশি এবং গাজা উপত্যকা মৃত্যু নগরী তো পরিণত হয়েছে। রাতদিন

বৃষ্টির মত বর্ষণ হচ্ছে রকেট, বোমা ও অত্যাধুনিক বিস্ফোরক যা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা কে নিমিষে ধ্বংস করছে। যেখানে মারা যাচ্ছে শত শত শিশু, নারী, বৃদ্ধ, অসহায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে জীবজন্তু ও জানোয়ার। যাদের বিন্দুমাত্র যোগ নেই ইসরাইল আক্রমণে। ইসরাইলের নির্মম আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি হসপিটাল, নার্সিংহোম থেকে শুরু করে স্কুল ও কলেজ। গাজা উপত্যকায় বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ, পানীয় জলের সরবরাহ, এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থেকে শুরু করে সবকিছুর সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে। সমস্তটাই যুদ্ধের নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করছে। তা সত্ত্বেও বহু দেশ ইসরাইলকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সমর্থন করছেন এবং গোপনে যুদ্ধ সামগ্রী সরবরাহ করছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে ইসরাইলের পাশে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে সমর্থন করছেন। এছাড়া বিশ্বের বহু দেশ, এমন অন্যায়কে সমর্থন করছেন ও অনেকে আবার চুপ করে বসে আছে। শুধু তাই নয়,রাষ্ট্রসংঘের ভোট দান পর্বে যুদ্ধ থামানোর বিপক্ষে সমর্থন করেছেন এবং বহু দেশ ভোটদানে বিরত থেকে ইসরাইলকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছেন। যদিও বিশ্বের ১২০ টি দেশ ইসরাইলের আগ্রাসন বন্ধের জন্য ভোট দান করেছেন এবং রাষ্ট্রসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাস হয়েছে। অথচ কয়েকটি শক্তিধর দেশের কাছে পরাজিত রাষ্ট্রসংঘ। বিশ্বের ১২০ টি দেশের মতামত থাকা সত্ত্বেও এবং জাতিসংঘের প্রস্তাব উপেক্ষা করে চলছে একের পর এক হামলা।যার ফলো কয়েক লক্ষ মানুষ ঘর ছাড়া কারণ ঘরবাড়ি খড়কুটোর মত উড়ে গেছে ইসরাইলি হামলায়। একবিংশ শতাব্দীতে এমন আগ্রাসন ও জুলুমের কাহিনি দেখতে হবে তা ভাবা যায় না। সকলেই জানে ১৯৪৮ সালের পূর্বে ইসরাইল নামক দেশ ছিল না।কয়েকটি দেশের সহযোগিতায় এবং রাষ্ট্রসংঘের দ্বারা গঠিত হয় ফিলিস্তিন ভূমিতে ইসরাইল নামক রাষ্ট্রের। জোর করে ফিলিস্তিন ভূমিতে ও ফিলিস্ত্রিনদের রাষ্ট্র দখল করে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। স্বাভাবিক কারণে ফিলিস্তিনি জনগণ মেনে নিতে পারেনি। এছাড়া ভাগ বন্টনের সময় উদ্বাস্তু ইসরাইলিদের ভূমি ভাগের ৫৭ শতাংশ দেওয়া হয় এবং ফিলিস্তিনিদের দেওয়া হয় মাত্র ৪৩ শতাংশ। প্রয়োজনে ইসরাইল সীমানা বাড়াতে পারবে তার উল্লেখও করা হয়। তার সুযোগ নিয়ে ইসরাইল পুরো ফিলিস্তিন দখল নিয়েছে এবং মাত্র ১২ শতাংশ জায়গা ফিলিস্তিনিদের দখলে রয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর ফিলিস্তিন নামক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে কিনা তার সকলের কাছে প্রশ্নচিহ্ন। বর্তমানে প্রায় ৭১ লক্ষ ফিলিস্তিনি উদবাস্তু হয়ে পড়বে ও তাদের বাসস্থান কোন দেশে হবে তা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। বর্তমানে বিশ্ব শুধু আন্তর্জাতিক সংগঠন নয় পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিচারালয় গড়ে উঠেছে। তারপরও আন্তর্জাতিক কোর্টে বিচার হয়না,কেন কোন দেশ অন্য দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করবে সত্যি যদি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের গুরুত্ব না থাকে তবে কেন এমন কোর্টকে সমর্থন জানাবে।সদস্য দেশ হিসেবে ব্যয়ভার বহন করবে সকল দেশ।কেনই বা কয়েকটি দেশের ভেটো দানের অধিকার থাকবে।তাহলে কি আন্তর্জাতিক সংগঠন ও আন্তর্জাতিক বিচারালয় শক্তিশালী দেশগুলোরে দালাল হিসেবে কাজ করবে?সাধারণ মানুষ ছিল বর্তমান আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও নানা সংগঠনের ভুমিকায়।বিরক্ত মধ্যে প্রাচ্যের দেশগুলোর ভুমিকায় এবং জাতিসংঘ ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে।শুধু তাই নয়, লুটেরা কয়েকটি দেশ ইজরাইলের আক্রমণকে আত্মরক্ষার লড়াই বলছেন ও তাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করছেন।ভারতের মত বহু দেশ নিজেদের অবস্থান নেয়নি। বিশ্বের তাবোড় তাবোড় দেশ ও দাদাগিরি চালানো দেশগুলোর সমর্থন নিয়ে প্রায় একমাস নিরীহ, সাধারণ মানুষ, শিশু, নারী ও বৃদ্ধ কে হত্যা করছেন।আর বিশ্ব বাসী তামাসা উপভোগ করছেন।

লেখক: অধ্যাপক, দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ

প্রথম নজর

গাজায় প্রতিদিন নিহত হচ্ছে ১৬০ শিশু: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি হামলায় প্রতিদিন গড়ে ১৬০ জন শিশু নিহত হচ্ছে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।
এছাড়া গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে নির্বিচারে চালানো ইসরায়েলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা পৌঁছেছে প্রায় সাড়ে ১০ হাজারে। মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি।
জেনেভায় জাতিসংঘের এক ব্রিফিংয়ে ডব্লিউএইচওর কর্মকর্তা ক্রিশ্চিয়ান লিন্ডমেয়ার বলেন, (ফিলিস্তিনি) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে, গাজায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৬০ শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে।
এই পরিস্থিতিতে গাজার ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগ কমাতে চলমান সংঘাতে মানবিক বিরতি কার্যকর করা 'জরুরি প্রয়োজন' বলে জানান লিন্ডমেয়ার।
তিনি বলেন, গাজার হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে, এবং যারা বেঁচে আছেন তারাও ট্রমা, নানা রোগ এবং খাবার ও পানির অভাবে ভুগছেন। বেঁচে থাকার জন্য এসব মানুষের পানি, জ্বালানি, খাদ্য এবং স্বাস্থ্যসেবার নিরাপদ সরবরাহ প্রয়োজন। লিন্ডমেয়ার বলেন, রসদ, কনভয় এবং মানবিক সহায়তা সরবরাহ প্রস্তুত রয়েছে। সবকিছু সেট আপ করা হয়েছে। কিন্তু যা নেই তা হলো- এগুলো নিয়ে গাজায় প্রবেশাধিকার এবং এটিই আমাদের প্রয়োজন।
রোগীদের সুরক্ষা এবং হাসপাতালগুলো যেকোনও উপায়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিরাপদ রাখা প্রয়োজন। গাজা উপত্যকার উত্তরের হাসপাতালগুলোর বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ডব্লিউএইচও কেবলমাত্র 'একবারই' হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। গাজার হাসপাতালগুলোর নিচে হামাসের টানেলের কারণে সেগুলোকে হামলার লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে বলে ইসরায়েল যে দাবি করেছে সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন: হাসপাতালের নিচে কী আছে তা আমরা যাচাই করতে পারি না।

স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণে আপত্তি জার্মান আদালতের

আপনজন ডেস্ক: গুরুতর অসুস্থ দুই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের আবেদন জানিয়েছিলেন জার্মান আদালতে। অনেক বেশি মাত্রায় ঘুমের ওষুধ সেবনের মাধ্যমে মৃত্যুবরণের এই আবেদন গত মঙ্গলবার জার্মান ফেডারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আদালত আবেদন খারিজ করে দেন।
সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, দুই ব্যক্তির একজন ভুগছেন ক্যান্সার পরবর্তী সমস্যায়। অন্যজন সিরোসিসের রোগী। দুইজনেই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া সোডিয়াম পেন্টোবারবিটাল নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই যাতে ওষুধটি কিনতে পারেন সে জন্য জার্মানির ফেডারেল ইনস্টিটিউট ফর ড্রাগস অ্যান্ড মেডিকেল ডিভাইসেস (বিএফআরএম) এর কাছে আবেদন করেন তারা।
তবে দুই ব্যক্তির আবেদনে সাড়া দেয়নি বিএফআরএম। এরপর জার্মানির নিম্ন আদালতে এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করেন তারা। জার্মান আদালতও আবেদনগুলো খারিজ করে দিয়েছে। আদালতের বক্তব্য হচ্ছে, প্রয়োজন হলে আদালতের সঙ্গে চিকিৎসকের কথা বলতে হবে। স্বেচ্ছায় কাউকে এই সুযোগ দেওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়বে।
সোডিয়াম পেন্টোবারবিটাল ওষুধটি মূলত ঘুমের ওষুধ। কিন্তু বেশি পরিমাণে নিলে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি। বস্তুত, এই ওষুধ দিয়েই যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। লাইপজিগের আদালত মঙ্গলবার এর আগের রায়গুলোর সঙ্গে একমত হয়েছে। আদালত জানিয়েছে, দুই ব্যক্তির ওষুধ গ্রহণের অধিকারকে অস্বীকার করলে তাদের স্বেচ্ছা মৃত্যুর অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে।

নেতানিয়াহু অবরুদ্ধ গাজায় 'কৌশলগত সাময়িক বিরতি' ঘোষণায় সম্মত

আপনজন ডেস্ক: ইহুদিবাদী ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় 'কৌশলগত সাময়িক বিরতি' ঘোষণায় সম্মতি দিয়েছেন। তবে তিনি এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, সেটি কোনোভাবেই 'যুদ্ধ বিরতি' হবে না।
মার্কিন টিভি চ্যানেল এবিসি নিউজকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এক ঘণ্টা বা তার কিছু বেশি সময় ছোটোখাট কৌশলগত বিরতি হতেই পারে; গাজায় ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা পাঠানো এবং মুক্তি পাওয়া জিম্মিদের গাজা থেকে বের হতে যতক্ষণ সময় লাগবে, ততক্ষণ। কিন্তু আমি মনে করি না সেখানে একটি 'সাধারণ যুদ্ধবিরতি' হওয়ার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ফিলিস্তিনের গাজায় 'তিন দিনের বিরতি' ঘোষণা করার জন্য তেল আবিবের প্রতি আহ্বান জানানোর পর নেতানিয়াহু 'কৌশলগত সাময়িক বিরতির'র ঘোষণা দিলেন। গতকাল (মঙ্গলবার) নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনালাপে বাইডেন এই আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই বিরতি হামাসের হাতে আটক ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।
একজন উর্ধ্বতন মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস নিউজ জানিয়েছে আমেরিকা, ইসরায়েল ও কাতার একটি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছে। তিন দিনের বিরতি এজন্য দেওয়া হবে যাতে হামাস ১০ থেকে ১২ জন বন্দিকে মুক্তি দিতে পারে।

এছাড়াও হামাসের হাতে আটক ইসরায়েলিদের একটি তালিকা করে সেগুলো যাচাই-বাছাইও করা যাবে।
গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ সংগঠন হামাস ইসরায়েলের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে নজিরবিহীন হামলা চালায়। সেদিন থেকেই ইসরায়েলের বিমান বাহিনী গাজায় ভয়াবহ রক্তাক্ত অভিযান শুরু করে যা এখন পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলছে।
বিগত ১ মাসে ইসরায়েলের হামলায় নিহতের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়েছে। তাদের অর্ধেকেরও বেশি শিশু ও নারী। অন্যদিকে ইসরায়েলে নিহত হয়েছেন ১ হাজার ৪০০ জনেরও বেশি মানুষ। হামলার প্রথম দিনই ইসরায়েল থেকে অন্তত ২৪০ জনকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে গাজায় ধরে নিয়ে যায় হামাস। অন্তত ১৫ লাখ বেসামরিক লোক হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
গাজায় হামাস ও ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর আটদিনের মাথায় ১৬ অক্টোবর জাতিসংঘের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর সংস্থা নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব তুলেছিল রাশিয়া। কিন্তু আমেরিকা ও ব্রিটেনের আপত্তির কারণে সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে আপত্তি তুলে ওয়াশিংটন ও লন্ডন দাবি করেছিল, গাজায় এখন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হলে তা হামাসের পক্ষে যাবে ও এই যুদ্ধ বিরতির ফলে তারা আবারও ইসরায়েলে হামলার সুযোগ পাবে।

গাজার প্রাণকেন্দ্রে ঢুকে পড়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী

আপনজন ডেস্ক: এবার গাজা সিটির প্রাণকেন্দ্রে ঢুকে পড়েছে ইসরায়েলি সেনা বাহিনী।
ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েল সেনাবাহিনী গাজার একদম প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছে গেছে। বুধবার বিবিসির এক প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, গাজা সিটির প্রাণকেন্দ্রে ইসরায়েলের সশস্ত্র বাহিনী ঢুকে পড়েছে। শহরের মধ্যেও বেশকিছু ট্যাংকের টহল লক্ষ্য করা গেছে।
গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাস যোদ্ধাদের হামলার জবাবে ইসরায়েল প্রথমে আকাশ পথে বিমান হামলা করে, যা এখনো জারি আছে। এরপর ইসরায়েল নৌ, বিমান ও স্থলপথে একযোগে গাজায় হামলা শুরু করে।
যদিও বিশ্বজুড়ে সমালোচনার মুখে এর আগে সোমবার এক সাক্ষাতকারে গাজায় সীমিত সময়ের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে মঙ্গলবার সকালে ফের গাজা উপত্যকায় লাগাতার বোমাবর্ষণ শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী।
তাছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পক্ষ থেকেও কৌশলগত যুদ্ধ বিরতির অনুরোধ করা হয়েছিল। ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সের (আইডিএফ) দক্ষিণাঞ্চলীয় কমান্ডার মেজর জেনারেল ইয়ারন ফিঙ্কেলম্যান বলেন, কয়েক দশকের মধ্যে এই প্রথম ইসরায়েল গাজার প্রাণকেন্দ্রে প্রবেশ করল।
তিনি আরও বলেন, ইসরায়েলি বাহিনী একে একে হামাসের সকল ঘাটি ও টানেলগুলো খুঁজে বের করছে। তবে হামাসের সামরিক শাখা বলছে, ইসরায়েল সেনারা অগ্রসরের চেষ্টা করলেই হামাস তাদের বাধা প্রদান করছে এবং এখন পর্যন্ত হামাস ইসরায়েলি বাহিনীর যথেষ্ট ক্ষতি সাধনে সমর্থ হয়েছে। উল্লেখ্য এর আগে হামাসের প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যায়, হামাস সৈন্যরা ইসরায়েলের ট্যাংক বহরে হামলা করে ট্যাংক গুলো বিকল করে দিচ্ছে। এর আগে সোমবার নেতানিয়াহু বলেছিলেন, যুদ্ধের পরে ইসরায়েল গাজার জন্য সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে।
নেতানিয়াহুর বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করতে ইসরায়েলের মন্ত্রীসভার এক সদস্য রন ডার্মার, বিবিসি ওয়ার্ল্ডকে বলেছেন, নেতানিয়াহু বলতে চেয়েছিলেনইসরায়েল গাজা উপত্যকাকে একটি সন্ত্রাস মুক্ত ও নিরস্ত্র অঞ্চলে পরিণত করবে। তবে তিনি নিশ্চিত করে বলেন, এই এলাকা পুনর্দখল বা শাসন করবে না ইসরায়েল।

তুরস্কে নিষিদ্ধ হল কোকাকোলা-নেসলে

আপনজন ডেস্ক: গাজা যুদ্ধে ইসরাইলকে সমর্থন দেয়ায় কোকাকোলা-নেসলের পণ্য নিষিদ্ধ করেছে তুরস্ক। মঙ্গলবার তুরস্কের সংসদে এই বিল পাশ হয়েছে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশভিত্তিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্স।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরাইলকে সমর্থন দেয়ায় পার্লামেন্ট প্রাঙ্গণের রেস্তোরাঁ, ক্যাফেটেরিয়া ও চায়ের দোকানে দুই প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রি বন্ধ করার এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। স্পিকার নুমান কুরতুলমুস এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠান দু'টির নাম জানানো হয়নি। তবে পার্লামেন্টের একটি সূত্রে রয়টার্স নিশ্চিত হয়েছে যে প্রতিষ্ঠান দু'টি হলো কোকাকোলা ও নেসলে।
খাদ্যতালিকা থেকে কোকাকোলার পানীয় ও নেসলের কফি বাদ পড়েছে।
এ সময় জনদাবির মুখে তুরস্কের পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠান দু'টির পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স।
গাজা যুদ্ধ শুরুর পর তুরস্কের অধিকারকর্মীরা পশ্চিমা অনেক প্রতিষ্ঠানের পণ্য বর্জনের আহ্বান জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোকাকোলা ও নেসলেও রয়েছে। তাদের অভিযোগ, গাজা যুদ্ধে ইসরাইলকে সমর্থন দিচ্ছে এসব কোম্পানি।
তুরস্কের পার্লামেন্টের ওই সূত্র রয়টার্সকে জানান, জনরোষের মুখে চুপ থাকতে না পেরে স্পিকার কার্যালয় পার্লামেন্টের ক্যাফে ও রেস্তোরাঁয় এসব প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রি বন্ধের এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
এর আগে দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস, রাফাহ ও দেইর আল-বালাহ শহরে বিমান হামলায় কয়েক ডজন লোক নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
এদিকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, গাজায় ১০ হাজার ৩২৮ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যার মধ্যে ৪ হাজার ১০০টিরও বেশি শিশু।

যুদ্ধ শেষে ইসরায়েলের গাজা 'দখল' সমর্থন করে না যুক্তরাষ্ট্র

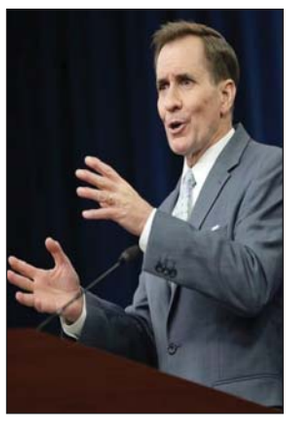

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধ শেষে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার নিপারত্তার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেয়ার কথা জানিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এর মাধ্যমে ইসরায়েল মূলত সেখানে দখলদারিত্ব কায়েম করতে চায় বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এমন পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়ে দিয়েছে, তারা ইসরায়েলের এই ধরনের পরিকল্পনার বিপক্ষে।
ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধে তেল আবিবের অন্যতম প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েলি সেনারা গাজায় হাজার হাজার নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করলেও দেশটিকে অস্ত্র-অর্থ থেকে শুরু করে সব ধরনের সহায়তা দিয়ে আসছে বাইডেন প্রশাসন।
মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি সাংবাদিকদের বলেছেন, যুদ্ধ শেষে গাজায় ইসরায়েলের সামরিক দখলকে সমর্থন করেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এটা সঠিক কাজ হবে না।
এর আগে গত সোমবার মার্কিন টেলিভিশন এবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু বলেছেন, যুদ্ধ শেষ হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য গাজার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেবে ইসরায়েল। তিনি বলেন, ইসরায়েল অনির্দিষ্টকালের জন্য সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেবে। নিরাপত্তার দায়িত্বে না থাকলে কী হয়, সেটা আমরা দেখলাম।
মঙ্গলবার কিরবি আরও বলেছেন, যুদ্ধপরবর্তী গাজার শাসনব্যবস্থা কেমন হবে, তা নিয়ে সুস্থ আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তবে একটি বিষয়ে আমরা ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের সঙ্গে একমত যে সেখানে ৬ অক্টোবরের মতো শাসন কাঠামো থাকবে না। এর মানে হলো যুদ্ধ শেষে হামাসকে গাজার ক্ষমতায় দেখতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। যদিও এই সংগঠনটিই ২০০৭ সালের পর থেকে গাজা শাসন করে আসছে।
এর আগেও গাজা দখল করার ব্যাপারে ইসরায়েলকে আগেই সতর্ক করেছিলেন বাইডেন। গত মাসে তিনি বলেছিলেন, গাজার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিলে সেটি ইসরায়েলের জন্য 'বড় ভুল' হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ওআইসির সম্মেলনে ফিলিস্তিনি নারীদের দুর্দশার চিত্র

আপনজন ডেস্ক: মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংস্থা অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশনের (ওআইসি) আয়োজনে সৌদি আরবের জেদ্দায় তিন দিনব্যাপী (৬-৮ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক সম্মেলন শেষ হচ্ছে আজ।
'ইসলামে নারীর মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন' শীর্ষক এই সম্মেলনে ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞের নিন্দা জানিয়ে ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।
এতে মুসলিম নারীদের সাফল্যের ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শিক্ষার কথা বলা হয়।
তা ছাড়া সম্মেলনে 'ইসলামে নারীর মর্যাদা শীর্ষক জেদ্দা দলিল' প্রকাশ করা হয়।
সম্মেলনে বক্তব্য দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতিসংঘের উপমহাসচিব আমিনা মোহাম্মদ, ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেতনো মারসুদি, গিনির সাবেক সাবেক ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী ড. কুতুব মুস্তফা সানো, উগান্ডার সাবেক অর্থনীতি ও পরিকল্পনা বিষয়ক প্রথম নারী মন্ত্রী ড. সায়েদা বুমবা, তাজিকিস্তানের সাবেক পার্লামেন্ট স্পিকার ড. খায়রিনিসো ইউসুফিসহ মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে ফিলিস্তিনি নারীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরেন।
এছাড়াও গবেষণা প্রবন্ধ পাঠ করেন- আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি শিক্ষার্থী বিষয়ক উপদেষ্টা ড. নাহলা আল-সাইদি, মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. জুলেখা কামারুদ্দিন, সৌদি আরবের মানবাধিকার কমিশনের প্রথম নারী প্রধান ড. হালা মাজয়াদ আল-তুয়াইজিরি, ওআইসির মানবাধিকার কমিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. নুরা আল-রাশুদ, আবুধাবির মোহাম্মদ বিন জায়েদ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. রাদওয়ান আল-সায়িদ, চাদের কিং ফয়সাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. আয়েশা তোহা আবদুল জলিল, ফ্যামিলি ওয়াচ ইন্টারন্যাশনালের প্রধান ড. শারোন সালাটর প্রমুখ।

NAME CHANGE

I, MD JAFAR ALAM, S/o MOHAMMAD ABUL KALAM, residing at J-113, Ramnagar Lane, P.O. & P.S. Garden Reach, Kolkata - 700024 as per Aadhar No. 6924 4422 2854. That in my Voter Id card vide no. NSR1625201, there my name has been wrongly written as JAFAR MOHAMMAD instead of MD JAFAR ALAM and also my father's name wrongly written as KHURSHID ALAM MOHAMMAD instead of MOHAMMAD ABUL KALAM.
Do hereby solemnly affirmed and declared by affidavit no. 63885 before Ld 1st class Judicial Magistrate, Alipore court on 03.11.2023 That "MD JAFAR ALAM & JAFAR MOHAMMAD" denotes the same and one identical person.
And "MOHAMMAD ABUL KALAM & KHURSHID ALAM MOHAMMAD" denotes the same and one identical person.

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০০ মি.

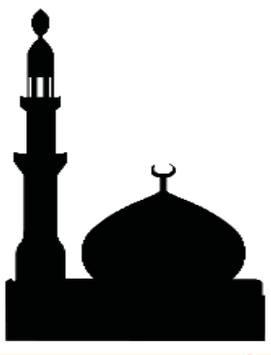

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৩	৫.৪৬
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৯	
মাগরিব	৫.০০	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

ইসরায়েলকে সমর্থন করায় হোয়াইট হাউসের আমন্ত্রণ প্রত্যাখান কানাডিয়ান কবির

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধে বাইডেন প্রশাসনের সমর্থনের প্রতিবাদে কানাডিয়ান কবি রুপি কৌর হোয়াইট হাউসে একটি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।
দীপাবলি উদযাপনের জন্য তাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একটি পোস্টে কৌর বলেছেন, তিনি বেসামরিক ব্যক্তিদের সম্মিলিত শাস্তিকে সমর্থন করে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের কোনো আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না।
কৌর অন্য দক্ষিণ এশীয়দেরও মার্কিন সরকারকে এভাবে জবাব দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।
বুধবার (৮ নভেম্বর) দীপাবলি অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। বুধবারের এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। তিনি এই বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি।
রুপি কৌরের জন্ম ভারতে। 'মিল্ক অ্যান্ড হানি' সংকলনের জন্য প্রশংসিত এ কবি বলেন, আশ্চর্য যে এই প্রশাসন দীপাবলি উদযাপন করা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছে। এটি হিন্দুদের আলোর উৎসব। মিথ্যার ওপর ধার্মিকতা ও অজ্ঞতার ওপর জ্ঞানকে গুরুত্ব দিয়ে এটি উদযাপন করা হয়। তিনি মার্কিন সরকারকে 'ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা' ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেন।

ন্যাটো জোটের সাথে নতুন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি করবে না রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো সামরিক জোটের সঙ্গে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ক্রেমলিন বলেছে, স্নায়ু যুদ্ধের সময় সই হওয়া এই চুক্তি অনেকটা অকেজো হয়ে পড়েছিল এবং এটি এখন বাস্তবতা বিবর্জিত হয়ে গেছে।
রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এই ঘোষণা দেয়। মন্ত্রণালয় বলেছে, ট্রিটি অন কনভেনশনাল আর্মড ফোর্সেস ইন ইউরোপ শেষ পর্যন্ত ইতিহাসে রূপান্তরিত হলো। রাশিয়া এই চুক্তি থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য ২০০৭ সালে প্রাথমিক পদক্ষেপ নিয়েছিল।
রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তি কিছুক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে তবে এই চুক্তিকে বৃহত্তর পরিসরে ন্যাটো জোট উপেক্ষা করেছে। ফলে এই চুক্তি রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।
রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরো বলেছে, ন্যাটো জোট কর্তৃপক্ষ ও সদস্য দেশগুলো আলোচনার বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে নিজেদের অক্ষমতা দেখিয়েছে। এ পর্যায়ে তাদের সাথে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোনো চুক্তি করা সম্ভব নয়।

ইসরায়েলে হুথিদের ড্রোন হামলা

আপনজন ডেস্ক: গাজায় হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে দেখা দিয়েছে কঠিন সংঘাত। পাশাপাশি যোগ হয়েছে লেবানন সীমান্তে হিজবুল্লাহর যোদ্ধাদের সঙ্গে গোলাগুলি। এর মধ্যেই ইসরায়েলিদের জন্য নতুন আতঙ্ক ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা।
সংবাদমাধ্যম এএফপির খবরে জানা গেছে, স্থানীয় সময় সোমবার রাতে ইসরায়েলে নতুন করে ড্রোন হামলা করেছে হুথি গোষ্ঠী। তবে বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেনি ইহুদিবাদী দেশটি। তবে ইরান সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা জোর গলায় বলছে যে, তাদের চালানো সর্বশেষ এই হামলা ইসরায়েলি সামরিক ঘাঁটি ও বিমানবন্দরগুলোর কার্যকলাপ সাময়িক বন্ধ করে দিয়েছে। গাজায় 'কৌশলগত সাময়িক বিরতি' ঘোষণায় নেতানিয়াহুর সম্মতিগাজায় 'কৌশলগত সাময়িক বিরতি' ঘোষণায় নেতানিয়াহুর সম্মতি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম এক্স-হ্যান্ডেলে হুথি গোষ্ঠীর সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি বলেন,ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী, দখলকৃত অঞ্চলে ইসরায়েলি শত্রুদের বিভিন্ন কৌশলগত লক্ষ্যবস্তুতে গত কয়েক ঘণ্টায় ড্রোন হামলা চালিয়েছে। তাদের এই হামলার ফলস্বরূপ ইসরায়েলি ঘাঁটি ও বিমানবন্দরের কার্যকলাপ কয়েক ঘণ্টা বন্ধ ছিল।

প্রথম নজর

অসুস্থ রোগীকে রক্ত দিতে ছুটে গেলেন কলেজ পড়ুয়া

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: মানুষ মানুষের জন্য কিন্তু কজন সেটা মনে রাখে। তবে এবার অসহায় মানুষের জন্য সহযোগীতার হাত বাড়ালেন সমাজসেবী সাহিল।
জানাগিয়েছে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে দীর্ঘদিন থেকেই রক্তের প্রবল সংকট দেখা যাচ্ছে । এমন পরিস্থিতিতেই লালগোলা ব্লকের পাইকপাড়া অঞ্চলের বাসিন্দা সারবানু বিবি নামের এক ৬৫ বছরের বৃদ্ধ মা বহরমপুর এর পিত্ত থলিতে পাথর হয়ে পড়ে অপারেশনের জন্য নিদান নার্সিং হোম এ ভর্তি ছিলেন ব্যক্তির ও পজেটিভ রক্তের ভীষণ প্রয়োজন ছিল।
তিনি ব্লাড ব্যাঙ্কের কোথাও রক্ত না পেয়ে বেশ হতোদ্যোম হয়ে পড়েছিলেন। এমতাবস্থায় , লালগোলার কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র কলেজ ইউনিট সভাপতি সাহিল হোসেন জানতে পারে তাই দেখে , তৎক্ষণাৎ রক্ত দেওয়ার উদ্দেশ্যে বহরমপুর উদ্দেশ্য রওনা দেয়। রক্তদিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেন সারবানু বিবি ।
পরিবারের পক্ষ থেকে লালগোলার কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র কলেজ ইউনিট সভাপতি সাহিল হোসেন ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সংবর্ধনা দুই জেলা পরিষদ সদস্যকে

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: বুধবার মালদা জেলা পরিষদের দুই সদস্য কে সংবর্ধনা দিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের সহ-কৃষি অধিকর্তার করন দপ্তরের কৃষি আধিকারিক পলাশ সিন্ধা। এদিন মালদা জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম ও জেলা পরিষদের সদস্যা মর্জিনা খাতুনকে নিজের দপ্তরে ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধনা জানান পলাশবাবু।কৃষি আধিকারিক পলাশবাবু জানান,এদিন সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি কৃষি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। কৃষকদের কাছে সরকারি সুযোগ সুবিধার পৌঁছে দেওয়ার বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ফারহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দার্জিলিং

আপনজন: দার্জিলিং জেলার বেশ কিছু মাদ্রাসা পরিদর্শনে উপস্থিত হয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অন্যতম সিনিয়র সদস্য তথা পঃবঃ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি একেএম ফারহাদ। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তর যেভাবে কাজ করছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে তিনি জানান।

শিশিরের সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে তদন্ত চেয়ে মোদিকে চিঠি কুনালের

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারীর সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে তদন্ত চেয়ে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন কুনাল ঘোষ। কুনালের দাবি, বুধবার দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে সারদা মামলার আয়তায় এনে এই অভিযোগের তদন্ত করুক কেন্দ্র। বুধবার দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে কোলাল ঘোষ দাবী করেন সারদার টাকা পড়ে রয়েছে কাঁথি পুরসভায় এই বিষয়টি তদন্ত করে দেখুক প্রধানমন্ত্রী। এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মোদি ও শাহকে চিঠি দিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুনাল ঘোষ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারীর সম্পত্তির বৃদ্ধি নিয়ে তদন্ত চেয়ে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। মোদী ও শাহকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি ২০১১-১২ সালে সারদা কর্তা দাবি করেছিলেন তাকে ব্ল্যাকমেইল করে টাকা নিয়েছে কাঁথির অধিকারী পরিবার।
কুনালের দাবী সেই সময় তাদের ১০ কোটি টাকার সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছিল। সারদা মামলার আওতায়

এনে এই অভিযোগের ইডিও সিবিআই তদন্ত হোক বলে দাবি করেন কুনাল ঘোষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে শুভেন্দুর সম্পত্তি নিয়ে হুশিয়ারি দেওয়ার পর ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই শিশির অধিকারীর সম্পত্তি নিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুনাল ঘোষ সাংবাদিক সম্মেলন করে স্পষ্ট করেছিলেন নিজের বক্তব্য। এবার এই বক্তব্যের মাঝেই বিজেপি মুখপাত্র বলেছিলেন শিশির অধিকারী তো তৃণমূলের সাংসদ। কিন্তু সেই মন্তব্যের বেলা পেতে না পেরেতেই এবার সাংসদ শিশির অধিকারী সম্পত্তি বৃদ্ধির তদন্ত চেয়ে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে চিঠি দিয়ে টুইটে বিস্ফোরক হলেন কুনাল ঘোষ।

জেলাশাসকের দফতরে তালা দিল আদিবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঝাড়গ্রাম

আপনজন: লোকসভা ভোটের আগে জাতিসত্তার দাবিকে আরও জোরালভাবে প্রশাসনের নজরে আনতে এবার জেলাশাসকের কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিল আদিবাসী ভূমিজরা। নিজেদের অধিকার আদায় করতে ঝাড়গ্রামে জেলাশাসকের দফতরের সামনে ঘেরাও কর্মসূচি করে ভারতীয় আদিবাসী ভূমিজ সমাজ। ভূমিজ ভাষাকে রাজ্যের দ্বিতীয় সরকারি ভাষার স্বীকৃতি,পৃথক উন্নয়ন পর্ষদ, ভূমিজ বিদ্রোহের মহানায়ক শহিদ গঙ্গানারায়ণ সিং ও চুয়াড় বিদ্রোহের মহানায়ক শহিদ রঘুনাথ সিংয়ের জন্মজয়ন্তীর দিনগুলিতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা এবং সরকারি উদ্যোগে দুই শহিদের মূর্তি স্থাপন সহ মোট ১১ দফা দাবি নিয়ে এই ঘেরাও কর্মসূচি দিনভর চলে বুধবার। জঙ্গলমহলের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর আদিবাসী ভূমিজ ঝাড়গ্রামে এসে কর্মসূচিতে যোগদান করেন। আন্দোলনকারীরা জানিয়ে দেন তাদের দাবি যদি প্রশাসন না মানে তাহলে আগামী দিন বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।

মিডডে মিলে মরা টিকটিকি, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল গ্রামজুড়ে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সম্প্রতি রাজনগরে লক্ষী পুজার খিচুড়ি কান্ডের জেরে স্থানীয় আড়ালী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্না বন্ধ করে দেন গ্রামবাসীরা।অভিযোগ ছিল রান্নাঘরের কাঠামো ঠিক নেই। খাবারের মধ্যে পোকা মাকড় তথা বিষাক্ত কিছু পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা।
ঘটনার সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই আজ বীরভূম জেলার খয়রাশোল ব্লকের রানীপাথর গ্রামের দাসপাড়া ৩৮ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খিচুড়িতে টিকটিকি দেখা যায়,যা নিয়ে গ্রামজুড়ে আতঙ্কের ছায়া।এদিন সেন্টারের মিডডে মিল খাওয়া শিশু ও মায়েদের তড়িঘড়ি নাকড়াকোন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন গ্রামবাসীরা।
প্রায় ১৫-২০ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। যদিও তাঁরা প্রত্যেকেই বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে তৃণমূল ও বিজেপি নেতৃত্ব প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপস্থিত হন। পাশাপাশি দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের

বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা এম্বুলেন্স পাঠিয়েছেন অসুস্থদের তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য।অঙ্গনওয়ারী কর্মী সুমিত্রা দাস জানান প্রতি দিনের মতো আজও মা এবং বাচ্চা মিলিয়ে ১০০ জনের খিচুড়ি রান্না করা হয়েছিল। মোটামুটি ৫০ জনের মতো মা বাচ্চার খাবার দেওয়ার পর বাড়ি নিয়ে চলে যায়। পরবর্তীতে এক মা বাড়ী থেকে খিচুড়ি এনে বলে খিচুড়িতে টিকটিকি রয়েছে। সেই কথা শোনা মাত্র সাথে সাথে গ্রাম জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।খাবার দেওয়া বন্ধ করে ১৫-২০ জন মা বাচ্চাকে তড়িঘড়ি নাকড়াকোন্দা প্রাথমিক স্বাস্থকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। নাকড়াকোন্দা বি এম ও এইচ জানান সকলেই সুস্থ আছে। পাশাপাশি স্থানীয় তৃনমূল নেতৃত্ব, বিধায়ক, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহ গ্রামবাসী পৃথক পৃথক ভাবে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন।
ঘটনার বিষয়ে আতঙ্কিত হয়ে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তিরত মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেন খয়রাসোল বিএম ও এইচ ডাক্তার সব্যসাচী রায়।

বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে পথে নামল ট্রেড ইউনিয়ন

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সহ নানাবিধ ইস্যুতে এবার যৌথভাবে পথে নামল বিড়ি শিল্পে যুক্ত সাতটি ট্রেড ইউনিয়ন। বুধবার বিকেলে মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের ডাকবাংলায় যৌথভাবে সমাবেশের আয়োজন করা হয় যৌথ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে।
সমাবেশে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক শতাধিক মহিলা বিড়ি শ্রমিকের পাশাপাশি অসংখ্য সাধারন মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন বিড়ি ফেডারেশন তথা সিটুর সাধারণ সম্পাদক বিমান সান্যাল, আইএনটিইউসি বিড়ি ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি মৃণাল দাস, বিড়ি ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সাধারন সম্পাদক দেবাশীষ রায়, রাজ্য বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন এআইটিইউসির সাধারণ সম্পাদক নবেন্দু ঘড়া, ইউটিইউসি নেতা নিজামউদ্দিন আহমেদ, এআইইউটিইউসির নাসিরউদ্দিন মির্জা, এফআইটিইউর হামিদ শেখ, বিড়ি আন্দোলনের নেত্রী শ্রাবনী রায়, যৌথ সংগ্রাম কমিটির উত্তরবঙ্গের কনভেনর মোহাম্মদ আজাদ, সুতির প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ূন রেজা, কংগ্রেসের শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা আসিফ ইকবাল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি না হলে আগামী ৩ রা ডিসেম্বর ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হবে বলেই ঘোষণা দেওয়া হয় যৌথ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে। এদিন সমাবেশের পাশাপাশি বিডিওর মাধ্যমে জেলাশাসককে একটি স্মারকলিপিও প্রদান করা হয়।

স্বরূপনগরে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান ঘিরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবার প্রকাশ্যে এল

এম মেহেদী সানি ● স্বরূপনগর

আপনজন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের মুখে বনগাঁ কেন্দ্রের অন্তর্গত স্বরূপনগর বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে। ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে তৃণমূলকে পরাজিত করে বিজেপি বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল। তারপর থেকে বিজেপির দখলে থাকা বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেছে তৃণমূল ।
সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় চলছে বিজয়া সম্মিলনী নামের জনসংযোগ কর্মসূচি। কিন্তু স্বরূপনগরে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান ঘিরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বরূপনগর পশ্চিম ব্লক সভাপতি অলোক মন্ডলের নেতৃত্বে মেদিয়া বাজারে বুধবার বিকেলে বিজয়া সম্মিলনী হওয়ার কথা থাকলেও দেখা যায় তার উল্টো ছবি। বিজয়া সম্মিলনী তো দূরের কথা, অনুষ্ঠানের বিষয়ে এলাকার তৃণমূল কর্মীরা কিছুই জানেন না বলে অভিযোগ উঠেছে ।
এ প্রসঙ্গে অলোক মন্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না, বিজয়া সম্মিলনীর দিন এবং সময় নির্ধারণ আমার সঙ্গে আলোচনা করে করা হয়নি।'
কার্যত কিছুটা দায় এড়িয়ে অলোক বাবু বলেন, 'যাদের প্রভাবে

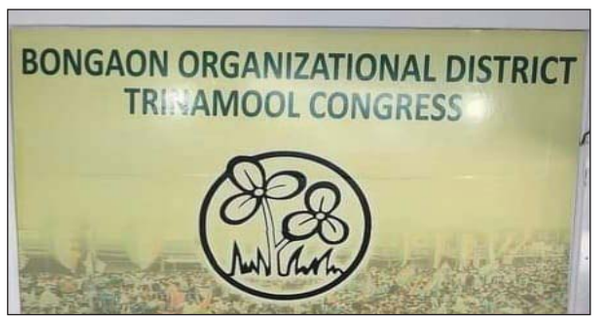

দিনক্ষণ ঠিক হয়েছিল, তারা যদি অনুষ্ঠান করত আমি থাকতাম।'
যদিও সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী ব্লক সভাপতির তত্ত্বাবধানেই এই বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। অন্যদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের টিকিট বন্টনের সময় ব্লক সভাপতি হিসেবে গুরুত্ব না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন অলোক মণ্ডল। কিন্তু স্বরূপনগর পশ্চিম ব্লকের অন্তর্গত কতিপয় আঞ্চলিক নেতার দাবি- বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্লক সভাপতি অলোক মন্ডলের টিকি খুঁজে পাওয়া যায়নি।
রাজ্যে দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের ওপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি ইডি,সিবিআই-এর অতি সক্রিয়তার আবহে বিজয়া সম্মিলনীর মধ্যে দিয়ে সংগঠনকে মজবুত করতে তৎপরতা শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এরই মাঝে স্বরূপনগরের তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আগামী লোকসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে কি না তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।
অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার স্বরূপনগর উত্তর এবং দক্ষিণ ব্লকের দুটি স্থানে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশনা অনুযায়ী দুটি বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হবে।
জানা গেছে, একইদিনে স্বরূপনগরের একাধিক পঞ্চায়েত এলাকায় পৃথকভাবে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি, এটা হওয়া ঠিক নয়, যদি এমনটা হয় দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' এ বিষয়ে স্বরূপনগরের বিধায়ক তৃণমূল নেত্রী বীনা মন্ডলও কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আঞ্চলিক নেতৃত্বদের কাছ থেকে বিষয়টি জানতে হবে।'
অন্যদিকে, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'আমার মনে হয় ব্লক সভাপতিরা আঞ্চলিক সভাপতিদেরকে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারছে না, যে কারণে আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতিরা নিজেদের মতো করে বিজয়া সম্মেলনীর আয়োজন করছে। তবে সবাই তৃণমূল, জোড়া ফুলের বাইরে কেউ নয়' বলে মন্তব্য করেন আবুল কালাম আজাদ।
স্বরূপনগর দক্ষিণ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কিংকর মন্ডল অবশ্য বলেন বলেন, 'এভাবে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে, সাধারণ কর্মীরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন, বিষয়টি জেলা সভাপতিকে জানাবো।'
স্বরূপনগর উত্তর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জিয়াউর রহমানের দাবি, 'কিছু মানুষ সব সময় দলের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে দলকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, যারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস, সিপিএম, আইএসএফকে সমর্থন করেছিল, ভোটের পরেই আবার দলে এসে সমস্যা সৃষ্টি করছে। এরাই দলীয় নির্দেশ ছাড়াই পৃথকভাবে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করছে।'
এদিকে, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপি অবশ্য কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক রিপন বিশ্বাস বলেন, 'তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এটা নতুন কোনো বিষয় নয়, দীর্ঘদিন ধরে এদের মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব চলছে, স্বরূপনগরে বিধায়কের গোষ্ঠী তেমন কোনো কাজকর্ম করতে পারছেন না, অপর গোষ্ঠী সব করছেন বলেও দাবি বিজেপি নেতা রিপন বিশ্বাসের।

ডেনমার্ক থেকে ঝড়খালি এসে ম্যানগ্রোভ বার্তা

মাফরুজা খাতুন ● ঝড়খালি

আপনজন: প্রকৃতির টান, ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের প্রতি ভালোবাসা, আর সেই ভালোবাসা থেকে সটান হাজির সুদুর ডেনমার্ক থেকে বাসন্তীর ব্লকের ঝড়খালিতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ম্যানগ্রোভ রক্ষার বার্তা দিতেই তাই সুন্দরবনে চলে এসেছেন পরিবেশ বীদ হেনরিক ও এমলি ।
সুন্দরবনের জলে-জঙ্গলে নেমে মজেছেন ম্যানগ্রোভ রোপণে। আশ্বাস দিয়েছেন সুন্দরবনের মানুষের পাশে থাকারও।গোটা পৃথিবী যখন বিশ্ব উষ্ণায়নের শিকার হচ্ছে। তখন নিজেকে ভালোবাসার আগে পরিবেশকে ভালোবাসা দরকার, এমনটাই মনে করেন । সুন্দরবন পৃথিবীর অক্সিজেনের একটি বড় ভাণ্ডার। তাই সুন্দরবন বাঁচলে গোটা পৃথিবী রক্ষা পাবে, এমনটাই মনে করেন । তাই তো ম্যানগ্রোভ রক্ষার বার্তা দিতে বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালিতে চলে এসেছেন সুন্দরবনের মানুষের সাথে কথা বলার জন্য।

দীপাবলির আগে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত যুবক

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দীপাবলির আগে আগ্নেয় অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার এক যুবক। ধৃতের বাড়ি বালুরঘাট শহরের রঘুনাথপুর এলাকায়। গতকাল রাতে বালুরঘাট থানার পুলিশ কৃষ্ণ সরকার নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করে। ধৃত যুবকের কাছ থেকে একটি হ্যান্ড মেড পাইপ গান ও একটি তাজা কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ওই এলাকা থেকে পুলিশ তিনটি কার্তুজের ফাঁকা খোল উদ্ধার করেছে। বুধবার এ বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার সোমনাথ ঝাঁ, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসারেরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষ্ণ সরকার নামে ঐ যুবক এলাকায় মহিলাদের উত্ত্যক্ত করলে, এলাকাবাসীরা তার প্রতিবাদ করে। এলাকাবাসীদের ভয় দেখাতেই ওই যুবক এলাকায় তিনটি শূন্যে গুলি চালায়। সূত্র মারফত খবর পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশ কৃষ্ণ সরকারকে গ্রেফতার করে ও এদিন বালুরঘাট জেলা আদালতে তোলা হয়।

দিঘা মোহনায় ১৫০ কেজির কই ভোলা মাছ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দিঘা

আপনজন: দিঘা মোহনায় এল ১৫০কেজি ওজনের কই ভোলা।যা দেখতে পর্যটকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।প্রায় ৭০ হাজার টাকায় দরে নিলাম ওঠে মাছটির দাম। ওড়িশার পারাদীপ থেকে এক মৎস্য ব্যবসায়ী বুধবার দিঘা মোহনায় মাছটিকে নিয়ে আসে। মাছ পৌঁছানোর পর রীতিমতো হিড়িক পড়ে যায় দিঘা মোহনায়।গভীর সমুদ্রে পাওয়া যায় এই ধরনের বিশাল আকৃতির মাছ। মাছের পটকা ও অন্যান্য অঙ্গ দিয়ে জীবন দায়ী ওষুধ তৈরির কাজে লাগে। এছাড়াও এই মাছ বিদেশেও রপ্তানি হয়।মন্দার বাজারে এই ধরনের মাছ পেয়ে খুশি মৎস্যজীবীরা। কই ভোলা মাছ দেখতে যেমন ভিড় জমিয়েছে মৎস্যজীবীরা, তেমনি ভিড় জমিয়েছেন দীঘার পর্যটকেরাও।দীঘা মোহনা বাজারে ১৫০কেজি কই ভোলা নিমেষে খবরের সেটা নামে উঠে আসে। প্রতিদিনের মতো বুধবার দীঘা মোহনায় মাঝিদের নৌকা আসে। এদিন ওড়িশার পারাদীপ থেকে এক মৎস্য ব্যবসায়ী দীঘা মোহনায় মাছটিকে নিয়ে আসে। মাছ পৌঁছানোর পর শোরগোল পড়ে যায় দীঘা মোহনায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সাগরদিঘীতে আবারও গাঁজা সহ গ্রেফতার ২

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: আবারো গাঁজাসহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল সাগরদিঘী থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাগরদিঘী থানার মোড়গ্রাম এলাকায় ১২ নম্বর (৩৪ নম্বর) জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায় জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন স্কোয়াড এবং সাগরদিঘী থানার যৌথ উদ্যোগে অভিযান চালানো হয়। সেখানে একটি চার চাকার গাড়ি থেকে প্রায় ৬১ কেজি গাঁজা সহ দুজনকে আটক করা হয়। ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় বুধবার। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আনন্দ রায় বলেন, 'উত্তরবঙ্গের দুই ব্যক্তিকে ৬১ কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম গোপন রাখা হয়েছে।'
এই কেসে আর কারা জড়িত রয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডুমুরজলার বাজি বাজার বন্ধের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ডুমুরজলার রিং রোডে বাজি বাজার বন্ধের নির্দেশ। উদ্বোধনের দু'দিনের মাথায় এই নির্দেশ পেয়ে মাথায় হাত বাজি ব্যবসায়ীদের। জানা গেছে, একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের নির্দেশেই ডুমুরজলার বাজি বাজার বন্ধের ঘোষণা করা হয়েছে। বাজি ব্যবসায়ীদের দাবি, এতো টাকা দিয়ে স্টল নিয়ে দীপাবলি উপলক্ষে ব্যবসা করছেন তারা। হঠাৎ করে স্টল তুলে দিলে তারা ক্ষতির মুখে পড়বেন। টিকিয়াপাড়ার কাছে চ্যাটার্জিপাড়ার মাঠে আজ রাতের মধ্যেই বাজি বাজার সরানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে। ব্যবসায়ীদের দাবি, সেখানে স্টল লাগানোর মতো পরিকাঠামো নেই। চারদিক খোলা ফাঁকা মাঠে বাজি নিয়ে বসলে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে ? এই নিয়ে বাজি ব্যবসায়ীরা এদিন ক্ষোভে ফেটে পড়েন।
প্রসঙ্গত, হাওড়ার ডুমুরজলার রিং রোডে গত দু'দিন আগেই ঘটা করে উদ্বোধন হয়েছিল বাজি বাজারের।

বিজয়া সম্মিলনী থেকে কেন্দ্র বিরোধী আওয়াজ

নকীব উদ্দিন গাজী ও বাইজিদ মণ্ডল ● সরিষা

আপনজন: বিজয়া সম্মেলন থেকেই লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের অবজার্ভার শামীম আহমেদের উদ্যোগে সরিষা হাই স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠান। এদিনের বিজয় সম্মেলন অনুষ্ঠান থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হন তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল কংগ্রেসের ডায়মন্ড হারবার দু'নম্বর ব্লকের সভাপতি অরুময় গায়েন বলেন, বিজেপি সরকার গরিব মারার সরকার, সাম্প্রদায়িক দল। এ দিনের বিজয় সম্মেলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদ, যাদবপুর ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার মহিলা সভানেত্রী মনমোহিনী বিশ্বাস, ডায়মন্ড হারবার দু নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের সভাপতি গায়েন ও মাহবুবুর রহমান গায়েন, শিক্ষক নেতা মইদুল ইসলাম,কৃষক নেতা নীতিস মোদক সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

প্রথম নজর

ফিলিস্তিনে গণহত্যার বিরুদ্ধে ‘যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই’ মিছিল বামেদের

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বুধবার বহরমপুরে মিছিলের ঝাঁজ বাড়ালো সিপিএম-সহ বাম সংগঠন।

যুদ্ধ নয় , শান্তি চাই এই দাবিতে আজ বহরমপুরের রাস্তায় নেমে মিছিল করলো সি পি আই এম সমর্থকেরা। প্যালেস্টাইন ও ইসরাইলের যুদ্ধে ইজরাইল শিশু থেকে বয়স্ক বিশেষ করে স্কুল কলেজ ও হাসপাতাল কে বেছে বেছে আক্রমণ করছে তার প্রতিবাদে কলকাতার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে এই মিছিলের আয়োজন হয় । যুদ্ধ বন্ধ করে আহতদের চিকিৎসা ও পরিসেবার কথা ভাবতে হবে বলে জানালেন মুর্শিদাবাদের সিপিএম এর জেলা সম্পাদক জামির মোল্লা। এই বিষয়ে তিনি আরো জানান একদিকে প্রধানমন্ত্রী অন্য দিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যুদ্ধের বীরেদ্ধে নীরব ভূমিকা পালন করছে কেন প্রশ্ন তুলেন সিপিএম। উল্লেখ্য ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামাসের হামলার পর শুরু হয় ধুন্ধুমার ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ। যার জেরে প্যালেস্টাইন এবং ইজরায়েলের হাজার দশেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে ইতিমধ্যে। যুদ্ধের বলি শিশুরাও। যে ঘটনায় উদ্বিগ্ন গোটা বিশ্ব। সিপিএম-সহ বাম দলগুলির দাবি, প্যালেস্টাইনে গণহত্যা চালাচ্ছে ইজরায়েল বাহিনী।

বামেদের দাবি, গাজায় ইজরায়েলের গণহত্যা বন্ধ করতে হবে। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে হবে এবং গাজায় পর্যাপ্ত মানবিক ও জীবনদায়ী সাহায্য পাঠাতে হবে।

আইএসএফ বিজেপির দালালি করছে, নওশাদকে নিশানা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ২রা নভেম্বর থেকে ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত শুরু হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজয়া সম্মিলনী। বসিরহাট জেলা জুড়ে ৮৮ জায়গায় বিজয়ী সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বুধবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের হাসনাবাদ ব্লকের মুরারিশাহার ভবানীপুর ফেরিঘাট সংলগ্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মেলনী। হাসনাবাদ ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অশোকনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, রাজ্য তৃণমূলের যুবনেতা সুদীপ রাহা, রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী জয়া দত্ত, বসিরহাট জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ শেখ শাহাজাহান, হাসনাবাদ ব্লক ২ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এসকেন্দার গাজী, ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আসলাম গাজী, মুরারীশাহা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আখের আলী মন্ডল, স্থানীয় তৃণমূল নেতা ওসমান সরদার সহ বিশিষ্ট জনেরা। এই বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। নওশাদ সিদ্দিকী আগামী লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়ানোর বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, “শুনলাম নওশাদ সিদ্দিকী ভোটে দাঁড়াবেন কিন্তু ব্যাপার হলো সেই কেন্দ্র থেকে বিজেপি কোনো প্রার্থী দেবেন না। তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংবিধান রক্ষার জন্যে ভারতবর্ষের নিরপেক্ষতাকে রক্ষা করার জন্য যে লড়াই করছেন, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ ভোটটা কেটে বিজেপির দালালি কিছু কিছু দল করছে। এটা পরিষ্কার। এই প্রসঙ্গে পাল্টা বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন আইএসএফ এর বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি মুঠোফোনে আপনজন প্রতিনিধিকে বলেন, “নারায়ণ গোস্বামী বিজেপির এত অন্ধরে ঢুকে থাকেন যে বিজেপি কোথায় প্রার্থী দিচ্ছেন কি দিচ্ছেন না তিনি বলে দিতে পারছেন। তাহলে নারায়ণ গোস্বামীর সঙ্গে বিজেপির কতটা সুসম্পর্ক তা তার বক্তব্যের মাঝেই পরিস্ফুটিত হচ্ছে। আসলে নওশাদ সিদ্দিকী বা আইএসএফ এর বিরুদ্ধে কোনো কিছু ইস্যু খুঁজে পাচ্ছে না। তাই বারে বারে বিজেপি যোগ দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আসলে মানুষ ধরে নিয়েছে বিজেপি তৃণমূল কারা, বিজেমূল কারা, বাংলার মানুষ ভালোভাবে জেনে নিয়েছেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে গেরুয়া এবং বিজেপি আবিরকে ফিকে করে দেবেন।

বিধায়ক তন্ময় ঘোষের রাইস মিল ও মদের দোকানে আয়কর হানা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষের বিধায়ক কার্যালয় ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা রাইস মিল ও মদের দোকানে হানা আয়কর দপ্তরের আধিকারিকদের ।

বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক হেভি ওয়েট নেতা মন্ত্রী এই মুহূর্তে জেলে রয়েছেন । ধারাবাহিকভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি এ রাজ্যের শাসকদলের নেতা মন্ত্রীদের একাধিক দুর্নীতি সামনে এনেছেন । তবে কোন দুর্নীতি হয়েছে কিনা এই মুহূর্তে তা বিচারাধীন রয়েছে । এবার বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষের বিধায়ক কার্যালয় এবং তার পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা একটি রাইস মিল ও মদের দোকানে একযোগে তিন জায়গায় হানা দিল আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা । দীর্ঘ সাড়ে সাত ঘন্টা ধরে তল্লাশি চালায় বিধায়ক কার্যালয়ে এবং তারপর বিধায়ক কার্যালয় থেকে আধিকারিকরা বেরিয়ে আসেন । পাশাপাশি এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত রাইস মিলে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা জোর তল্লাশি চালাচ্ছেন ।

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে এই তন্ময় ঘোষ বিষ্ণুপুর বিধানসভা থেকে বিজেপির টিকিটে জয়লাভ করেন এবং ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী সময়ে কয়েক মাসের মধ্যে তিনি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন । তবে খাতায়-কলমে এখনো তিনি বিজেপির বিধায়ক হিসেবেই রয়েছেন । আর সেই বিধায়কের কার্যালয় ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা রাইস মিল ও মদের দোকানে হানা দিয়ে দিল আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা । সূত্র মারফত জানতে পারা যাচ্ছে আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কালীপূজা উপলক্ষে শান্তি বৈঠক থানায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: কালীপূজা উপলক্ষে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও লোকপুর থানার ব্যবস্থাপনায় বুধবার শান্তি কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় থানার সভাকক্ষে। বৈঠকে বলা হয় কেউ কোথাও ডি জে বক্স বাজাবেন না। মদ্যপ অবস্থায় মন্ডপে যাবেন না। জুয়া খেলা থেকে বিরত থাকবেন। প্রতিটি মন্ডপে কমিটির দুজন করে সদস্য সারারাত পাহারায় থাকবেন। শব্দ বাজি ফাটাবেন না ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি ক্রাইম সেখ ফিরোজ হোসেন,চন্দ্রপুর সার্কেল ইনস্পেক্টর পীযূষ কান্তি লায়েক, লোকপুর থানার ওসি সিদ্ধার্থ শঙ্কর মন্ডল,এস আই প্রশান্ত ঘোষ,এস আই রঞ্জিৎ কুমার মন্ডল,এএস আই প্রশান্ত রায়, নাকড়াকোন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান সেখ লুৎফর রহমান, আইনজীবি সুনীল কুমার সাহা,সমাজসেবী কাঞ্চন দে, পিয়ার মোল্লা,দীপক শীল, দেবদাস নন্দী,উজ্বল দত্ত প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনায় বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রতিবাদ সভা

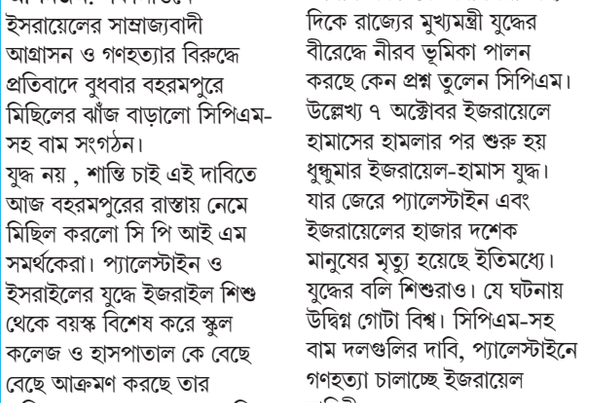

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: বাংলার খেটে খাওয়া মানুষের প্রাপ্য হকের টাকা থেকে কেন বঞ্চিত করা হলো। সেই প্রশ্ন রেখে কেন্দ্রীয় বি জে পি সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি তৃণমূলের। বুধবার বিকেলে নলহাটি ২ নং ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয় নলহাটি ২ নং ব্লকের ভবানীপুর এবং খলিলপুর মোড়ে।বিক্ষোভ সভা মঞ্চে তৃণমূল নেতৃত্বরা প্রতিবাদে গর্জে ওঠে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। বাংলাকে একশো দিনের কাজের টাকা এবং আবাস যোজনার বাড়ির টাকা কেন অনৈতিক ভাবে আটকে রাখা হলো। সেই দাবি নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে স্ট্রীট কর্ণার করে লাগাতার প্রতিবাদের ঝড় তোলেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। একই ভাবে এদিন নওয়াপাড়া অঞ্চলের খলিলপুর এবং বারা ২ নং অঞ্চলের ভবানীপুর মোড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা গড়ে তোলে ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বরা। এদিন প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন নলহাটি ২ নং ব্লক তৃণমূলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু জাহের রানা সহ ব্লক তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

ভাঙড়ে সরকারি জমি দখল করে দলীয় অফিস গড়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

ব্যক্তিগত জায়গায় হয়েছে অফিস, দাবি আরাবুলের

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ে নতুন করে বিতর্কে জড়াল তৃণমূল। সরকারি জমি দখল করে দলীয় কার্যালয় নির্মানের অভিযোগ উঠেছে শাসক দলের বিরুদ্ধে। অভিযোগের তীর দোর্দন্ড প্রতাপ তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার সমালোচনায় সরব হয়েছে আইএসএফ।স্থানীয় সূত্রে খবর, ভাঙড়ের বামনঘাটা অঞ্চলের বামনঘাটায় বাসন্তী হাইওয়ের ধারে খালপাড়ে সেচ দফতরের খাস জমিতে গড়ে উঠছে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়।

ইতিমধ্যে বামনঘাটায় তৃণমূল ও তার অঙ্গসংগঠন গুলির ৭ টি কার্যালয় রয়েছে।বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছেন একই জায়গায় এতগুলো কার্যালয় থাকতে ফের কেন নতুন কার্যালয় নির্মানের প্রয়োজন হচ্ছে। তাদের অভিযোগ এলাকায় তোলাবাজি করার জন্য আরাবুল ইসলাম ও তাঁর অনুগামীরা সরকারি জায়গা দখল করে দলীয় কার্যালয় তৈরির প্রতিযোগিতা করছে। ভাগ বাটোয়ারা ঠিকমতো না হলেই নতুন গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। মানুষের উন্নয়নের বদলে তৃণমূল নেতারা অবৈধভাবে নিজেদের উন্নতির জন্য একেরপর এক কার্যালয় নির্মাণ করছে। এগুলো আসলে দলীয় কার্যালয় নয়, তোলাবাজি ও ভাগবাটোয়ারা করার আখড়া।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ তুলে আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী বলেন, এলাকায় সিন্ডিকেটরাজ চালানোর জন্য আরাবুল ইসলাম ও বামনঘাটার প্রধান মৌমিতা নস্কর, উপ প্রধান নিত্যগোপাল মন্ডলরা একই গ্রামে ৭ টি কার্যালয় তৈরি করেছে। পুলিশ এই অনৈতিক কাজ বন্ধ করুক। না হলে গনতান্ত্রিক পথে কিভাবে এই অনৈতিক কাজ বন্ধ করা যায় সেটা আমরা দেখব। অভিযোগ সম্পর্কে ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক তথা ব্লক তৃণমূলের আহ্বায়ক আরাবুল ইসলাম বলেন, সেচ দফতরের অব্যবহৃত জায়গায় দলীয় কার্যালয় নির্মান হচ্ছে এটা সত্যি। তবে ওখানে আগে থেকেই দলীয় কার্যালয় টি ছিল। পুনরায় মেরামত করা হচ্ছে। সেচ দফতর যখন জায়গাটি ব্যবহার করবে, তখন কার্যালয় সরিয়ে নেওয়া হবে। ৭ টি কার্যালয় রয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে আরাবুল ইসলাম তা অস্বীকার করে বলেন, কারও ব্যক্তিগত বসার জায়গাকেও বিরোধীরা দলীয় কার্যালয়ের তকমা লাগিয়ে দিয়েছে।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মাথা ফাটল বিজেপি নেতার

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে আহত এক গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য গুরুতর আহত হলেন। জখম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় লোকজন চাপড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। বর্তমান শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পিঁপড়াগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য দেবব্রত রায় (বাপি) স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দেবব্রত রায় ১৩৮ নম্বর বুথের ভোটার গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন বিজেপির টিকিট নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সেই বুথ থেকে নির্বাচিত হন। ওই বুথের স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব লক্ষেশ্বর বিশ্বাস দেবব্রত রায়ের বিরুদ্ধে বিজেপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে কয়েকজন বিজেপি কর্মী সমর্থক নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যকে লোহার রড দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় বলে অভিযোগ।

ট্রাক অপারেটর সংগঠনের সভা মহম্মদবাজারে

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: পরিবহন শিল্প কে বাঁচাতে এবং ওভারলোড এর বিরুদ্ধে বীরভূম ট্রাক এন্ড ট্রিপার অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন জেলা সম্মলন করল বীরভূমের মহম্মদ বাজারে। মুর্শিদাবাদের ডোমকল, হরিহরপাড়া, নওদা, বরমপুর মালদা, জলপাইগুড়ি, রাজারহাট, সিঙ্গুর, কৃষ্ণনগর, নদিয়া পলাশী এবং বীরভূম জেলার ওনার এসোসিয়েশনের সম্পাদক এবং সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংগঠন ফেডারেশন এর সভাপতি সুভাষচন্দ্র বোস, সাধারণ সম্পাদক সজল ঘোষ, রাজ্য সংগঠন ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর চ্যাটার্জী প্রমুখ।

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী উৎসবে নদী বাঁচাও বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: বিশ্বমৈত্রী সংস্কৃতি পরিষদের ভারতীয় কমিটির আয়োজনে এবং বিশ্বমৈত্রী সংস্কৃতি পরিষদ, নদীয়া দক্ষিণ জেলা সংগঠন ও কল্যাণী পৌরসভার সহযোগিতায় গত ২রা নভেম্বর থেকে ৬ই নভেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার কল্যাণী শহরের ভাষা উদ্যানে অনুষ্ঠিত হলো ২য় ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী উৎসব। গঙ্গা-পদ্মা-রূপসা-জলঙ্গী-চূর্ণী পঞ্চ নদীর জল ভারত ও বাংলাদেশের শিল্পীরা মাথায় নিয়ে সম্প্রীতি ও নদী বাঁচাও পরিবেশ বাঁচাও এই বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে দুই বাংলার জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে ভাষা শহীদ স্মৃতির বেদীতে। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে দুই বাংলার জাতীয় ফুল পদ্ম ও শালুক ফুলে। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের কাউন্সিলর য়াজুল ইসলাম এবং কল্যাণী পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান বলরাম মাঝি, বিশ্বমৈত্রী সংস্কৃতি পরিষদ খুলনা জেলা সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক বাচ্চু, গোলাম ফারুক, বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন আমলা আকুম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, বিশ্বমৈত্রী সংস্কৃতি পরিষদের ভারতীয় কমিটির সভাপতি স্বাতী ব্যানার্জী দাস, সাধারণ সম্পাদক আশিস সরকার, সংগীত শিল্পী মাহমুদুল হাসান, বাংলাদেশের সমাজকর্মী খায়রুল আলম, বিদ্যুত দাস, সুদীপ হালদার, মদন সিংহ, সত্যকাম বাগচী, সোহেলী মল্লিক, দিলরুবা খানম ছুটি, আলোকদ্যুতি নন্দী, কল্যাণী পৌরসভার পৌরপ্রধান ড. নীলিমেষ রায়চৌধুরী কল্যাণীর মহকুমা শাসক ড. অভিজিত সামন্ত, অনুশীলা বসু, সরমা সেন দেবীপ্রসাদ বসু, নাঈমা বিন্তি সহ আরো বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন আকাশবাণীর শিল্পী দেবনিষ্ঠা জানা।

এবছর রেকর্ড আমন ধান উঠবে পূর্ব বর্ধমানে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে এ বছর পূর্ব বর্ধমান এ আমন ধান উৎপন্ন হবে। এর আগে সর্বোচ্চ ১৯ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপন্ন হতো পূর্ব বর্ধমানের যেটা এ বছর ছাড়িয়ে যাবে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

গত কয়েক বছর আমন ধান ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং পোকার উপদ্রবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমন চাষ। এই বছর সেরকম বড় কোন বিপর্যয় দেখা যায়নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এবছর পূর্ব বর্ধমানের সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে ২০ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি ধান উৎপন্ন হবে । রাজ্যের মুখ্য কৃষি উপদেষ্টা তথা পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন রাজ্যের মা মাটি মানুষের সরকারের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি চাষীদের জন্য কৃষি বীমা সহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন যা চাষীদের কে আরো ভালো ফলন তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। শস্য বীমা তে মানুষকে যেভাবে সাহায্য এবং সহযোগিতা করা হচ্ছে চাষে বিপর্যয় হলেও সাধারণ মানুষ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন না। এক একর জমিতে মিনিমাম আট হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়ে সাধারণ মানুষ অনেক উপকৃত হয়েছেন । পূর্ব বর্ধমানের চাষ এর আধুনিক সরঞ্জাম অনেক চাষে বিপ্লব এনেছে । আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং চাষীদের আন্তরিকতা পূর্ব বর্ধমান কে সারা বিশ্বের মানচিত্রে নিয়ে এসেছে।

স্বেচ্ছায় গৃহবন্দিদের পাশে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: দুর্গাপূজোর সময় সবাই যখন আনন্দে মাতোয়ারা তখন উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের দেগঙ্গা-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্তিকপুর গ্রামের গৌরকৃপা দাসের স্ত্রী অনিতা দাস ও মেয়ে স্বাতী দাস ঘরের মধ্যে নিজেদের স্বেচ্ছায় বন্দী করে রেখেছিলেন। পড়শিরাও তাঁদের দেখতে পাননি। অবশেষে বিষয়টি জানতে পেরে দেগঙ্গা থানার পুলিশ তাদেরকে উদ্ধার করে। ভর্তি করা হয় স্থানীয় বিশ্বনাথপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। জানা গিয়েছে, গৌরকৃপা দাস ছিলেন এনভিএফ কর্মী।২০২১ সালে তিনি মারা যান।পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন গৌরকৃপা দাস। তাঁর মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়ে পরিবার। কোনওরকমে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন সংসার। কিন্তু আর পারছিলেন না গৌরকৃপা দাসের পরিবার। কখনও আধপেটা খেয়ে, কখনও না খেয়ে চলছিল দিন। তারপরই তাদের দেখতে না পেয়ে পুলিশের উদ্ধার করা। এই সংবাদ পাওয়ার পর বুধবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি এনজিও-দের নিয়ে গৌরকৃপা দাসের বাড়িতে যান। তিনি বলেন, চাল, ডালসহ শুকনো খাবার সহ সংসার চালাতে যা লাগে সেগুলো নিয়ে যাই। তারা যদি রান্না করতে না পারলে এনজিও-রা খাওয়ার ব্যবস্থা করবে।

কুলতলিতে বিক্ষোভ মিছিল

মোমিন আলি লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: কুলতলি থানার অন্তর্গত জয়নগর দুই নম্বর ব্লকের নলগোড়া অঞ্চলের চৌমাথা মোড়ে কুলতলীর বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মন্ডলের নির্দেশে ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাসন প্লাস ঘর, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন কুলতলী বিধান সভার শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান আবুবাক্কার সরদার, নলগোড়া অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি প্রদ্যুৎ অধিকারী, নলগোড়া অঞ্চলের প্রধান রিঙ্কু গুড়িয়া, উপপ্রধান নিমাই মন্ডল, যুবসভাপতি দিপীক ঘোষ ও আঞ্চলিক নেতৃত্ব।

রক্তদান শিবির গয়েরকাটায়

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: কালীপূজা উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হল জলপাইগুড়ি জেলা বনদপ্তরের উদ্যোগে। জেলায় রক্তের চাহিদা মেটাতে জেলা পুলিশের পর এবার বনদপ্তরের মোরাঘাট রেঞ্জের তরফে ও মালবাজার ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় বুধবার গয়েরকাটা রেঞ্জ অফিস চত্বরে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তের অভাব রয়েছে ব্লাড ব্যাঙ্কে। তাই এই সমস্যা মেটাতে বছর জুড়েই রক্তদান শিবিরের প্রয়োজন। অসহায় মানুষদের কথা চিন্তা করেই মোরাঘাট রেঞ্জের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মোরাঘাট রেঞ্জের অফিসার রাজকুমার পাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাকোয়াঝোড়া ১নং অঞ্চলের প্রধান শ্রাবণী দে। রক্তদান শিবিরে প্রায় ৬০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন, যার মধ্যে বনদপ্তরের মোরাঘাট রেঞ্জের রাজকুমার পাল ও বনকর্মীরাও রয়েছেন।

দাওয়াত
الدعوة

- মাল্টায় যেভাবে মুসলিমদের আগমন ঘটেছিল
- রাসূল সা. যেভাবে মুসাফাহা করতেন
- দোয়া ভাগ্য বদলায়
- ধারাবাহিক: মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

আল্লাহর জিকিরেই শান্তি

নাজমুল হুদা

পবিত্র কুরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দার অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু না জানা ও ভুল জানার কারণে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। আল্লাহর দ্বীন নিয়ে বাণিজ্যকারী কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মানুষকে বোকা বানাচ্ছে ও তাদের দুনিয়াবি ফায়দা লুটে নিচ্ছে। এমনও দেখা গেছে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তথাকথিত হুজুর কিবলার জিকির করে মুশরিক হয়ে যাচ্ছে। এ জন্য কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা ব্যতীত মু'মিনের মুক্তি নেই। একমাত্র আল্লাহর জিকিরেই শান্তি ও আল্লাহর জিকিরেই পরিত্রাণ। তাফসির ফি জিলালিল কুরআনে আল্লাহর জিকির সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, ইরশাদ হচ্ছে- 'যারা ঈমান এনেছে ও তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে পরিতৃপ্ত হয়ে গেছে। পরিতৃপ্ত হয়েছে এই অনুভূতির কারণে যে, আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে, এ কারণে এক নিরাপত্তাবোধ তাদের মধ্যে জমে গেছে। নির্লিপ্ত-নিশ্চিন্ত এই জন্য যে, তারা একদম একাকী নয় এবং তাদের পথ কোনো পেরেশানিতে ভর্তি নয়, তারা সৃষ্টির সবকিছুর ব্যবহার করে বুদ্ধিমত্তার সাথে ও তাদের জীবনের উদ্দেশ্য, প্রত্যাবর্তনস্থল সম্পর্কে তারা সঠিক চেতনা রাখে। তারা সব ধরনের দুঃখ থেকে নিশ্চিন্ত আর তারা মনে করে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো মন্দ তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। বিপদ-আপদ যা-ই আসুক না কেন, সে অবস্থায় তারা বিচলিত হয় না; বরং অবিচল থাকে। এই নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্তি মু'মিনের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ থাকার কারণেই সম্ভব হয়। এটিই হচ্ছে জিন্দেগির পরিতৃপ্তি, অন্তরের গভীরে গেঁথে থাকে এই তৃপ্তি, তারাই এটি পায় যাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস বাসা বেঁধে আছে এবং তাদের গোটা অস্তিত্ব আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাসের (ঈমান) রঙে এমনভাবে রঞ্জিত যে, তাদের কোনো অবস্থাই বিচলিত করতে পারে না; কাজেই তারা আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কে জড়িত। এ সম্পর্ক তারা বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে; কিন্তু এ সম্পর্কে যারা বোঝে না তাদের কোনো ভাষা দিয়ে এ কথা তারা বোঝাতে পারে না। কারণ এটি তো কোনো কথা নয়; এটি হচ্ছে অন্তরের এক বিশেষ অবস্থা- এটি অন্তরের মধ্যেই সৃষ্টি হয়, সেখানেই এটি লালিত পালিত ও মজবুত হয়। অবশেষে এ বিশ্বাস যাবতীয় ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে তুলে তাকে নির্লিপ্ত-পরিতৃপ্ত করে দেয়- এনে দেয় তার হৃদয়ে অনাবিল শান্তির অনুভূতি। আর তখন সে অনুভব করে যে, সৃষ্টির বুকে সে একা নয়, বান্ধবহীন নয়। আশপাশে ছড়িয়ে রয়েছে সৃষ্টির লীলাভূমি। সবাই তো এক আল্লাহর, তিনিই সবার সৃষ্টিকর্তা-পালনকর্তা, তারই বান্দা ও অনুগত বান্দা হওয়ার কারণে সবাই তার প্রতি দরদি সহানুভূতিশীল।'

জীবনে এমনও কিছু মুহূর্ত আসে যখন মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে যায়, আর তখন সে একমাত্র আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাঁর সহায়তার ওপর নিজেকে সোপর্দ করে সে নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। এ সময় যতই শক্তিশালী, যতই দৃঢ়চেতা, যতই শক্তি সামর্থ্যরে অধিকারী সে হোক না কেন, সে বড়ই সঙ্কট বোধ করে, সে সময় আল্লাহর কাছে নিজেকে

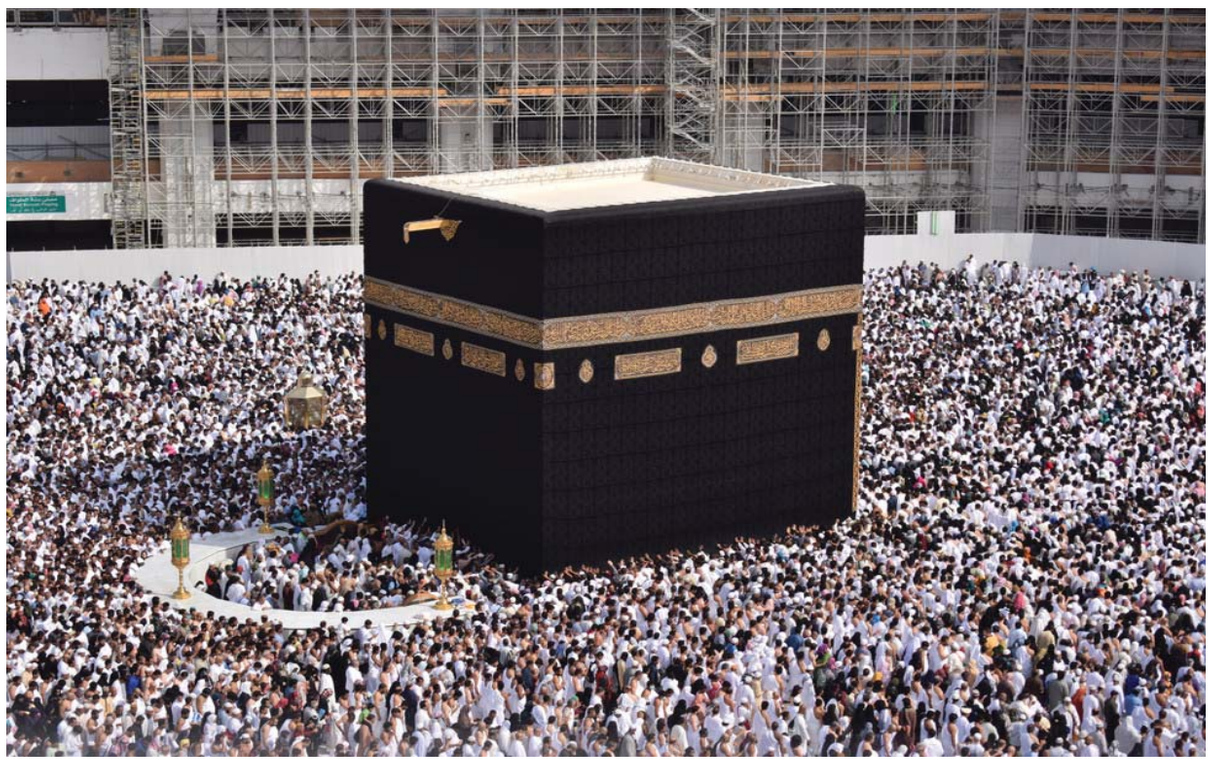

সমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই তার থাকে না। এমন সময় একমাত্র মু'মিনের হৃদয়ই আল্লাহকে স্মরণ করার কারণে অন্য কারো পরোয়া করে না এবং সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন হয়ে যায়। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেছেন- 'আলাবি জিকরিল্লাহি তাতমা ইন্নুল কুলুব।' অর্থাৎ- আল্লাহর স্মরণেই নির্লিপ্ত ও প্রশান্ত হয়ে যায় মন। (সূরা রাদ-২৮)

আল্লাহকে স্মরণ করার কারণেই পরিতৃপ্ত-নিশ্চিন্ত হতে পারে সে, যার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের শেষ পরিণতি সুন্দর করে তোলেন এবং যত বেশি তারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাকবে এবং যত বেশি জীবনের কাজগুলো সুন্দর করবে, তত বেশি তাদের হৃদয়ে নেমে আসবে নিশ্চিন্ততা, পরিতৃপ্তি, নিরুদ্বিগ্নতা ও নির্ভাবনা। আল্লাহর জিকিরে মানুষের অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়। সমস্যা-সঙ্কটে ভরা এই দুনিয়ায় শান্তি পেতে হলে আল্লাহর জিকির অনিবার্য ওষুধ বা নিয়ামক। কুরআন-হাদিসে বহু জায়গায় জিকিরের ফজিলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও গবেষকরা মানসিক প্রশান্তির জন্য জিকিরের প্রেসক্রিপশন দিয়ে থাকেন। যেমন বলা হয়ে থাকে- 'হার্ট বা হৃৎপিণ্ড মানুষের শরীরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে, 'শরীরে একটি মাংসের টুকরো আছে, যার এ টুকরোটি সুস্থ থাকবে, তার পুরো শরীরই সুস্থ থাকবে। আর যার এ মাংসের টুকরোটি অসুস্থ হয়ে যাবে, তার পুরো শরীরই অসুস্থ হয়ে যাবে। আর তা সুস্থ রাখার উপায় হলো আল্লাহর জিকির।' মানুষের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি হার্ট বা হৃৎপিণ্ড বর্তমান সময়ে অনেক বেশি রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। হার্ট বা হৃৎপিণ্ডের ব্যথা বা যেকোনো রোগের সম্মুখীন হলে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া জরুরি। তবে আল কুরআনে এই হৃৎপিণ্ড (কলব) ভালো রাখতে ও ব্যথামুক্ত রাখতে বিভিন্ন আয়াত রয়েছে। যারা নিয়মিত কুরআনের আমল করবে আল্লাহ তায়ালা তাদের হৃৎপিণ্ডের ব্যথাসহ যাবতীয় রোগব্যাধি দূর করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার আল্লাহর জিকির করে আর যে করে না তাদের উদাহরণ হলো- জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো।' (বুখারি-৭৪০৭)

রাসূলুল্লাহ সা: আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিদিন শতবার সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি পাঠ করবে তার গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও হয় তবুও আল্লাহ তায়ালা দয়া করে তা ক্ষমা করে দেবেন।' (বুখারি-৬৪০৫)

হাদিসের গ্রন্থে জিকিরের অনেক মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজে এ ব্যাপারে কিছু ভ্রান্ত মতবাদও রয়েছে, বলা হয়- অমুকের উছিলা দিয়ে জিকির করতে হবে; যেমন দয়াল বাবা-পাগলা বাবা প্রভৃতি। এসব ভণ্ডের কথা না শুনে আমাদের আল কুরআন ও হাদিসের কাছেই ফিরে আসতে হবে। কুরআনুল কারিম ও হাদিসে বিভিন্ন ধরনের দোয়া ও জিকির শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আরো উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ তায়ালার হামদ, তাসবিহ, তাহলিল, তাকবির ও আল্লাহর হাবিব সা:-এর প্রতি দরুদ পাঠ করার গুরুত্ব ও ফজিলত।

আমাদের মনে রাখতে হবে- সালাত সিয়াম হজ জাকাত কোরবানি এসব নেককাজ সর্বোত্তম জিকির। এ ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন সময়ের অনেক রকম জিকির ও দোয়া। সেসব সহিহ আমল জেনে বুঝে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই সুন্দর হবে। মনে রাখতে দরকার, আল্লাহর জিকির করতে হবে বিনয় ও নম্রতার সাথে; চিৎকার-চেঁচামেচি লাফালাফি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

আল্লাহর হাবিব প্রিয় নবী সা: জিকিরের আরো অনেক শব্দসম্ভার হাদিসে বর্ণনা করেছেন, যাতে মানুষ সঠিক পথ পেয়ে যায়। যেমন- রাসূলল্লাহ সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিনে ১০০ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি সাইয়িন কাদির পড়বে সে ব্যক্তি ১০টি দাস স্বাধীন করার সওয়াব পাবে, তার জন্য ১০০টি নেকি লেখা হবে এবং তার ১০০টি গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে তার রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা হবে এবং তার চেয়ে উত্তম আর কেউ হবে না। তবে যে ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি পড়বে সে ব্যতীত।' (বুখারি-৬৪০৩)

আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে পাপের পঙ্কিলতা থেকে অন্তর পরিচ্ছন্ন হয়। আর স্বচ্ছ অন্তরে আল্লাহ তায়ালার কাছে কিছু চাইলে তিনি ফিরিয়ে দেন না। মু'মিনের মূল চাওয়া হচ্ছে মাগফিরাত; অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি; আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল। এই ক্ষমা চাওয়ার একটি উৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার। এ সম্পর্কে নবী সা: বলেছেন, 'সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার হলো বান্দার এ দোয়া পড়া- 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের ওপর অটল আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নিয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।' যে ব্যক্তি দিনে (সকালে) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার পড়বে আর সন্ধ্যার আগেই সে মারা যাবে, সে জান্নাতি। আর যে ব্যক্তি রাতে (প্রথম ভাগে) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দোয়া পড়বে, ভোর হওয়ার আগেই যদি মারা যায় সে জান্নাতি। (বুখারি-৬৩০৬)

যেসব আমলের ফলাফল সুনিশ্চিত

আইয়ুব নাদীম

মানুষ তার মানবিক গুণ হিসেবে যেকোনো কাজের প্রাপ্তিতে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হয়। আর অপ্রাপ্তিতে অতৃপ্ত ও অসন্তুষ্ট হয়। মানুষ সুনিশ্চিত ও তাৎক্ষণিক প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করে। তাই আমরা এখানে এমন কিছু আমলের কথা উল্লেখ করছি, যার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত ও তাৎক্ষণিক হয়ে থাকে।

১. কৃতজ্ঞতায় নিয়ামত বৃদ্ধি : শুকরিয়া তথা কৃতজ্ঞতা আদায় করা, মানবজাতির যাপিত জীবনে একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ দিক। স্বয়ং হজরত রাসূল সা: সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করতেন। শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে আমাদের জন্য সদা-সর্বদা কৃতজ্ঞতা আদায় করা অনিবার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 'আমি লোকমানকে দান করেছিলাম কৃতজ্ঞতা (এবং তাকে বলেছিলাম) যে, আল্লাহর শোকর আদায় করতে থাক। যে কেউ শোকর আদায় করে, সে তো, কেবল নিজ কল্যাণার্থেই শোকর আদায় করে। আর কেউ না-শোকরি করলে আল্লাহ তো অতি বেনিয়াজ, প্রশংসাযোগ্য।' (সূরা লোকমান-১২) বোঝা গেল, শোকর আদায় করা, মানুষের জন্য অনিবার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা কতটা দয়ালু। যে ব্যক্তি প্রাপ্ত নিয়ামতরাজির শুকরিয়া আদায় করবে, আল্লাহ তায়ালা তার এই অনিবার্য দায়িত্ব আদায় করার ফলে, তার নিয়ামত বৃদ্ধি করে দেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 'এবং সেই সময়টিও স্মরণ করো, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন, তোমরা সত্যিকারার্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে, আমি তোমাদেরকে আরো বেশি দেবো। আর যদি অকৃতজ্ঞ করো, তবে জেনে রেখো, আমার শাস্তি অতি কঠিন।' (সূরা ইবরাহিম-৭) বোঝা গেল, কৃতজ্ঞতা প্রকাশে প্রাপ্ত নিয়ামতের বৃদ্ধি সুনিশ্চিত ও তাৎক্ষণিক।

২. ধৈর্য ধরার প্রতিদান : সবর বা ধৈর্য, কুরআন মাজিদের একটি পরিভাষা। একজন খাঁটি মানুষের ভেতরে যেসব কল্যাণকর গুণাবলি থাকা জরুরি, তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো ধৈর্য ধরা। ধৈর্য শক্তিমান মানুষের অনন্য একটি গুণ। মানুষ পার্থিব জীবনে নানা কারণে সময়ে অসময়ে নানাবিধ বালামুসিবত ও পেরেশানির সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ সময় তার আশা ভরসা ও স্বস্তির অনন্য উপায় হলো- ধৈর্য ধরা। ধৈর্যশীল বান্দার প্রশংসার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 'বস্তুত মানুষ অতি ক্ষতির মধ্যে আছে। তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে, সৎ কর্ম করে এবং একে অন্যকে সত্যের উপদেশ দেয় ও একে অন্যকে সবরের উপদেশ দেয়।' (সূরা আসর : ২-৩) সবর বা ধৈর্য পবিত্র কুরআনুল মাজিদের অন্যতম একটি পরিভাষা। সবরের অর্থ হলো যখন মানুষের মনের চাহিদা ও কামনা-বাসনা তাকে কোনো ফরজ

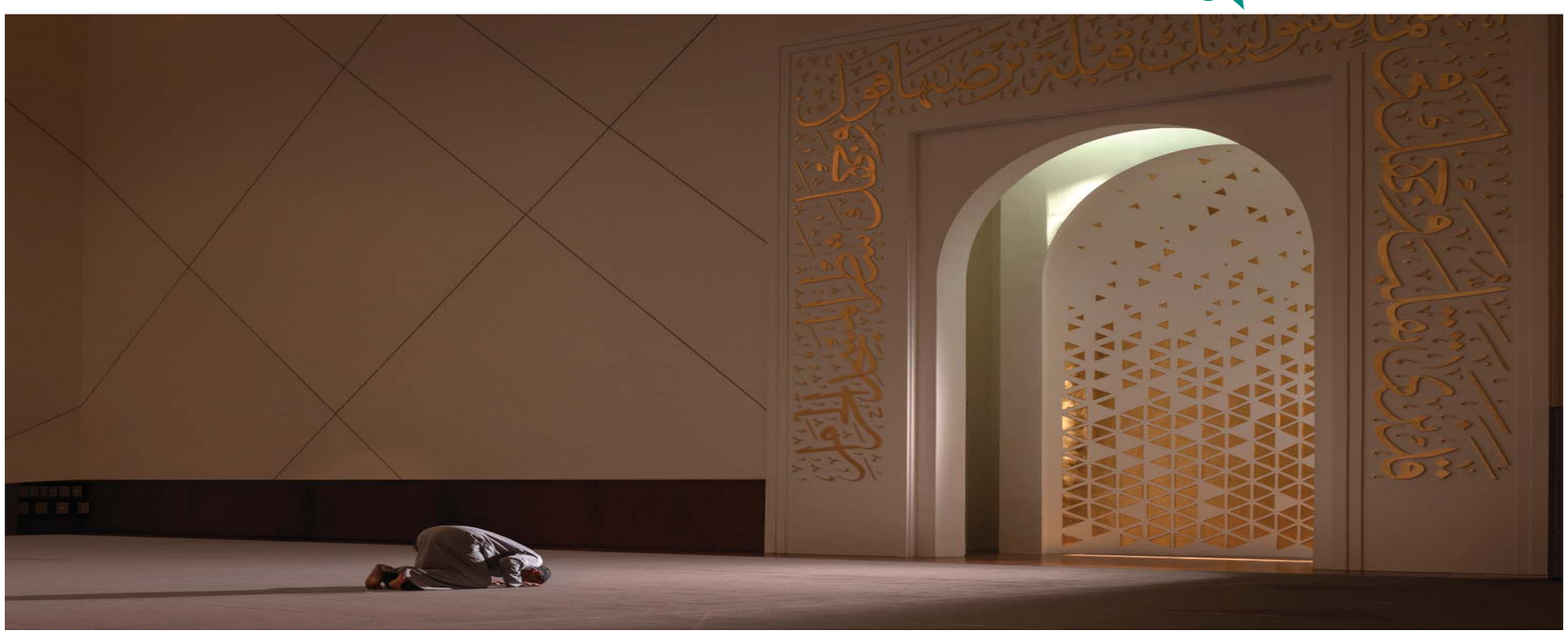

কাজ আদায় থেকে বিরত রাখতে চায় কিংবা কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে উৎসাহ জোগায়, তখন ধৈর্য ধারণ করে মনের ইচ্ছাকে দমন করা। আর যখন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সামনে এসে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালার ফয়সালায় ধৈর্য ধরে খুশি থাকা। ধৈর্যশীল বান্দার সুসংবাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 'আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনো) কিছুটা ভয়-ভীতি দিয়ে, (কখনো) ক্ষুধা দিয়ে এবং (কখনো) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে। পবিত্র কুরআনের সুসংবাদ শোনাও তাদেরকে যারা এরূপ অবস্থায় সবরের পরিচয় দেয়।' (সূরা বাকারাহ-১৫৫) পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- 'যেসব বান্দা মুসিবতে ও পেরেশানিতে ধৈর্য ধরবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ধৈর্যের বিনিময়ে প্রতিদান দেবেন। যারা সবর অবলম্বন করে তাদের সওয়াব দেয়া হবে অপরিমিত।' (সূরা জুমার-১০) বোঝা গেল, ধৈর্যের প্রতিদান সুনিশ্চিত ও অপরিমিত।

৩. তাওবায় মাফ : তাওবাহ আল্লাহ তায়ালার কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় একটি আমল। যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বান্দার যাবতীয় সব গুনাহ মাফ করে থাকেন। তাওবাহ আল্লাহ তায়ালার কাছে কতটা প্রিয় আমরা তা চিন্তাও করতে পারব না। রাসূল সা: বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা বান্দার তাওবার কারণে সেই লোকটির চেয়েও বেশি খুশি হন, যে লোকটি মরুভূমিতে তার (একমাত্র বাহন) উট হারিয়ে পেলে যে পরিমাণ খুশি হয়, তার চেয়ে বেশি খুশি আল্লাহ তায়ালা হন।' (বুখারি-৬৩০৯) পবিত্র কুরআন ইরশাদ হয়েছে- 'তবে কেউ তাওবাহ করলে, ঈমান আনলে এবং সৎকর্ম করলে, আল্লাহ এরূপ লোকদের পাপরাশি পুণ্য দিয়ে পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা ফুরকান-৭০) বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, লোম মানুষের শরীরের একটি অংশ, এ লোম পরিষ্কারের জন্য একপ্রকার পাউডার আছে। যা লাগালে মুহূর্তের মধ্যে লোম ঝরে যায়, ঠিক তেমনি গুনাহ পরিষ্কারের জন্য তাওবাহ হলো পাউডারস্বরূপ। তাওবাহর মাধ্যমে গুনাহ ঝরে পড়ে যায়। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা: বলেছেন, 'গুনাহ থেকে তাওবাহকারী তো ওই ব্যক্তির মতো যার কোনো গুনাহ নেই।' (ইবনে মাজাহ-৪৩৯) অপর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'মানুষ মাত্রই গুনাহগার (অপরাধী)। আর গুনাহগারদের মধ্যে তাওবাহকারীরাই উত্তম।' (ইবনে মাজাহ-৪২৫১) উপরন্তু যে বান্দা খাঁটি দিলে আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওবা করবে এর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাকে মাফ করে দেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 'এবং তিনিই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন ও গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন। আর তোমরা যা কিছু করো তা তিনি জানেন।' (সূরা শুরা-২৫) বোঝা গেল, তাওবাহর দ্বারা মাফ পাওয়া সুনিশ্চিত একটি বিষয়।

৪. ইস্তিগফারে রিজিক বৃদ্ধি : ইস্তিগফার মানে হচ্ছে, কৃত গুনাহের ওপর লজ্জিত হওয়া। আমরা যেহেতু উঠতে, বসতে, সব সময় গুনাহ করে থাকি, সেহেতু আমাদের জন্য উঠতে, বসতে, সবসময় অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার তথা কৃত গুনাহের ওপর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে মাওলা পাকের কাছে ফিরে যাওয়া জরুরি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 'হে মুমিনরা! তোমরা সবাই আল্লাহর সমীপে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।' (সূরা নূর-৩১) অপর এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- 'আমি তাদেরকে বলেছি, নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল।' (সূরা নূহ-১০) অপর এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- 'আমি তাদেরকে বলেছি, নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে উন্নতি দান করেন ও তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন উদ্যান। আর তোমাদের জন্য নদ-নদীর ব্যবস্থা করেন।' (সূরা নূহ : ১০-১২) বোঝা গেল, যে বান্দা অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তার রিজিক বৃদ্ধি করে দেবেন।

৫. দোয়ার বিষয় কবুল হওয়া : দোয়া অর্থ প্রার্থনা করা, আপন প্রতিপালককে একান্তে-নিভৃতে ডাকা; তার সামনে নিজ সত্তাকে পেশ করা। নিজের নানাবিধ প্রয়োজন ও আপদ-বিপদের কথা অনুনয়-বিনয়ের সাথে তুলে ধরা। হাদিসের ভাষায় দোয়াকে ইবাদত ও ইবাদতের মগজ বলা হয়। দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সাথে বান্দার যোগসূত্র ও গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। উপরন্তু দোয়ার মাধ্যমে বান্দার প্রত্যাশিত ও প্রার্থিত বিষয় কবুল হয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 'তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। নিশ্চয়ই অহঙ্কারবশে যারা আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (সূরা মু'মিন-৬০) অপর একটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- 'তোমরা বিনীতভাবে ও চুপিসারে নিজেদের প্রতিপালককে ডাকো। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।' (সূরা আরাফ-৫৫) বোঝা গেল, দোয়ার প্রার্থিত বিষয় কবুল হওয়া সুনিশ্চিত। কারণ দোয়া করার সুযোগ তখনই হয়, যখন তা আল্লাহ তায়ালার কবুল হওয়ার নিয়তি থাকে।

৬. দানের বদলা : দুনিয়াতে মানুষের জীবনযাপনের প্রধান উপকরণ হলো কষ্টার্জিত সম্পদ। যে বান্দা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য সেই কষ্টার্জিত সম্পদ সঠিক খাতে দান করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এর বদলা দান করবেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরায়রা রা: সূত্রে বর্ণিত- হজরত রাসূল সা: বলেছেন, 'প্রতিদিন দু'জন ফেরেশতা দুনিয়াতে আগমন করেন। একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীকে দানের বদলা দিন। আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণের সম্পদ ধ্বংস করে দিন।' (বুখারি-১৪৪২) এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 'তোমরা যা কিছু ব্যয় করো তিনি তদস্থলে অন্য জিনিস দিয়ে দেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা।' (সূরা সাবা-৩৯) বোঝা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার দেয়া সম্পদ সঠিক খাতে ব্যয় করবে, আল্লাহ তায়ালা তদস্থলে অবশ্যই বদলা দেবেন।

জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের সহজ আমল

উম্মে আহমাদ ফারজানা

কর্তব্যের অতিরিক্ত বা বাধ্যতামূলক নয়, এমন আমল ইসলামের দৃষ্টিতে নফল হিসেবে পরিচিত। পরিভাষায়, ফরজ ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত ইসলাম প্রবর্তিত বিষয়কে নফল বলা হয়। নফল সালাতের দ্বারা ফরজ সালাতের ঘাটতি পূরণ হয়। অনেকের বিভিন্ন সময় ফরজ সালাতে ঘাটতি হয়ে যায়।

এ ক্ষেত্রে হাশরের ময়দানে ফরজ সালাতের ঘাটতি পূরণ হবে নফল সালাত দ্বারা।

হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার সালাতের। যদি তার সালাতের হিসাব সঠিক হয়, তাহলে সে সফলকাম হবে এবং নাজাত পাবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

যদি ফরজ সালাতে কিছু কমতি হয়, তাহলে আল্লাহ বলবেন, দেখো আমার বান্দার কোনো নফল ইবাদত আছে কি না? তখন নফল দিয়ে ফরজের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর তার অন্য সব আমল সম্পর্কেও অনুরূপ করা হবে (যেমন : সালাত, সিয়াম, জাকাত, হজ ইত্যাদি)। (আবু দাউদ, হাদিস : ৮৬৪)

নফল সালাত মুসল্লির মর্যাদা উন্নত করে এবং তার পাপ মোচন করে তাকে আল্লাহর খাঁটি বান্দায় পরিণত করে। জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের যত মাধ্যম আছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো নফল সালাত।

অশুভ থেকে পরিত্রাণে সূরা ফালাক

ফেরদৌস ফয়সাল

পবিত্র কোরআনের ১১৩ নম্বর সূরা ফালাকের ১ থেকে ৫ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, 'বলো, আমি শরণ নিচ্ছি উষার স্রষ্টার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অমঙ্গল হতে; অমঙ্গল হতে রাত্রির, যখন তা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, অমঙ্গল হতে সেসব নারীর যারা গিঁটে ফুঁ দিয়ে জাদু করে এবং অমঙ্গল হতে হিংসুকের যখন সে হিংসা করে।'

সাধারণত যেকোনো বিপদ-আপদ থেকে আল্লাহর কাছে নিরাপদ আশ্রয় চাওয়ার জন্য এই সূরা এবং এর পরের সূরা নাসের আমল সুন্নত। মহানবী সা.-ও বিপদে-আপদে ও অসুস্থতায় এই দুটো সূরার ওপর আমল করতেন।তাঁর ক্ষতি করার জন্য তাঁকে জাদু করে রশিতে ১১টি গেরো দেওয়া হয়েছিল। এই দুটি সূরার ১১টি আয়াত পড়ে সেই ১১টি গেরো খোলা হয়।

সূরা ফালাকের সারকথা অসহায়তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়াই এই সূরার মূল বক্তব্য। এক আল্লাহর কাছে সূরাটিতে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

প্রথম আয়াতে দেওয়া হয়েছে আশ্রয়দাতা সত্তার পরিচয়। বাকি আয়াতগুলোতে আছে কী কী থেকে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে, তার বর্ণনা। বেসব বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, এই সূরায় তা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতে সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে সবকিছুর স্রষ্টার কাছে আশ্রয় চাওয়ার পর এবার সেই সৃষ্টিগুলোর সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। অন্য সৃষ্টির পক্ষ থেকে আমাদের ওপর অনিষ্ট আসতে পারে, আবার আমাদের পক্ষ থেকেও অন্য সৃষ্টির প্রতি অনিষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই দুই বিষয়েই আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে।

তৃতীয় আয়াতে রাতের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে। এখানে রাত বলতে অন্ধকার, অশুভ, মন্দ—সবকিছুরই ইঙ্গিত আছে। সাধারণত সব অপরাধ বা পাপের সময় রাত। অন্ধকারে কী হচ্ছে, তা অনেক সময়েই অগোচর থেকে যায়। অগোচর বিপদের হাত থেকে আগাম প্রস্তুতি নেওয়াও দুরূহ।

চতুর্থ আয়াতে গেরোয় ফুঁ দিয়ে যে অনিষ্ট করা হয়েছে, অর্থাৎ কালো জাদু থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

পঞ্চম আয়াতে হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। নিজে হিংসা করা ও অন্যের হিংসার কারণ হওয়া এই দুটি বিষয় থেকেই আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। আগের আয়াতের জাদুকরের অনিষ্টের মূল কারণ ছিল হিংসা।

পুরো সূরাতেই অন্ধকার, মিথ্যা ও অন্যায় ভেদ করে আলো বা সত্য প্রকাশের কথা এসেছে। সব ধরনের অন্ধকার ভেদ করে আলোর প্রকাশকারী আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে এই সূরায়।

আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সা.-কে চারটি অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অমঙ্গল থেকে। রাত্রি যখন গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, তার অমঙ্গল থেকে। যেসব নারীর গেরোয় ফুঁ দিয়ে জাদু করে, তার অমঙ্গল থেকে। আর হিংসুক যখন হিংসা করে, তার অমঙ্গল থেকে।

আল্লাহ বলেন, 'এবং অমঙ্গল থেকে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।' আয়াতটিতে হিংসুকের থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে; কিন্তু যখন সে হিংসা করে, অন্য সময় নয়।

সূরা ফালাকের আমল

হজরত উকবা বিন আমির (রা.) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।'

হজরত উকবা বিন আমির (রা.) বর্ণনা করেন, 'একবার রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে বলেন উকবা বিন আমির, আমি কি তোমাকে এমন কয়েকটি সূরা শেখাব, যেগুলোর মতো সূরা তাওরাত, জবুর, ইঞ্জিল, এমনকি কোরআনেও আর নাজিল হয়নি? প্রতি রাতেই তুমি এই সূরাগুলো অবশ্যই পড়বে। সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক আর সূরা নাস।

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

২৭ বছর বয়সী যুবক জাফর ইবনে আবি তালিব ইথিওপিয়ার নেতা আল-নাজাশিকে তার চমৎকার বক্তৃতা এবং মরিয়ম সম্পর্কে কুরআনের চ্যাপ্টারটির সুন্দরভাবে তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে রাজি করাতে সক্ষম হন।

তাহলে ইথিওপিয়ার প্রথম দিকের মুসলমানদের কাছ থেকে কী শেখা যায়?

এ শিক্ষার মধ্যে রয়েছে : ইসলামে ধর্মান্তরিতরা তাদের নতুন পরিবেশ থেকে উপকৃত হয়েছেন। আল-জুবিন সাঁতার শিখেছিলেন, যখন আম্মি নামের একটি মেয়ে স্থানীয় ভাষায় সাবলীল হয়ে ওঠে।

আপনিও, আপনার আশপাশে পাওয়া সুযোগকে সর্বাধিক ব্যবহার করতে পারেন।

লেগে থাকুন : ধর্মান্তরিতরা একসাথে থাকার জন্য একই জায়গায় বাস করতেন এবং সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের পরিচয় বাঁচিয়ে রাখতেন। একইভাবে, আপনি নিজেকে এমন লোকদের সাথে রাখুন যারা আপনাকে সমর্থন করবে।

আপনার মনোভাব পরিবর্তন করুন

আপনার পরিবেশ পরিবর্তন করার মানে অগত্যা অন্য কোনো দেশে চলে যাওয়া নয়। আপনি এমন একটি মনোভাবও পরিবর্তন করতে পারেন যা নিজেকে উন্নত করার ব্যাপারে আপনাকে বাধা দিচ্ছে। যখন আমরা আপনাকে বলি মেজাজ হারাবেন না বা ছেড়ে দিন ধূমপান, অথবা আপনার ওজনের প্রতি নজর রাখুন, তার মানে আমরা আপনার মনোভাব পরিবর্তন করতে চাই।

এটি আপনি নিজ শহরে অবস্থান করেও করতে পারেন।

মুহাম্মদ সা: তাঁর ৪০ বছর বয়স মক্কায় কাটিয়েছেন এবং ৫০ বছর বয়সে তিনি নিজেকে এমন একটি পরিস্থিতিতে দেখতে পান যেখানে তিনি পালিয়ে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হন মদিনায়। আমরা এমন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলতে চাই যাতে এটি আপনাকে আরো ভালো হওয়ার জন্য নিজেকে পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করে।

দ্বন্দ্ব

নবী সা: এবং শহরের পরিবর্তনবিরোধী প্রতিষ্ঠার মধ্যকার সম্পর্ক একটি শেষ পরিণতিতে আঘাত হানে এবং বিদ্যমান নেতারা (বিশেষ করে মক্কার অভিজাতদের প্রায় ৪০ জন) মুহাম্মদ সা: এবং সব হাশেমিদের (তাঁর বর্ধিত পরিবার) সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এর মানে হলো বাণিজ্যে তাদের সাথে লেনদেন করা এবং তাদের পরিবারের কাউকে বিয়েতে অস্বীকার করা।

আধুনিক পরিভাষায়, এর অর্থ ছিল সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা। কারণ মক্কার জীবন কাউকে সমাজের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে দেয়নি। ফলস্বরূপ, হাশেমিরা ১,০০০ দিনের বেশি সময় ধরে দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। যা আরো দীর্ঘস্থায়ী হতো যদি মক্কার একজন নেতা হেশাম ইবনে আমর মানবিক পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে অনুশোচনা না করতেন এবং নিষেধাজ্ঞাগুলো শেষ করার জন্য একটি পরিবর্তন আন্দোলনের নেতৃত্ব না দিতেন।

কিভাবে তিনি নিজে এটি করতে সক্ষম হয়েছিলেন?

সংযোগের মাধ্যমে পরিবর্তন করুন

অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্যে থাকা লোকদের অবস্থা খারাপ দেখে হেশাম চুপ না থাকাকে বেছে নেন। তিনি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে জুহাইর নামে অন্য একজন স্থানীয় নেতার কাছে যান এবং দেখতে পান যে তিনিও যা ঘটছে তাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন না। তবে কথা বলার আগে অন্যদের সমর্থন দেখতে চান।

(ক্রমশ...)

তিলাওয়াতে দ্রুততা পরিহার করি

হুমায়ুন কবীর

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তায়ালার কালাম। কুরআন তিলাওয়াত করলে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়া যায় এবং পুণ্য অর্জন করা যায়। আমরা সেই আশায় আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করি। কিন্তু তিলাওয়াতের মধ্যে আমাদের কিছু ত্রুটির কারণে তিলাওয়াত করে আমরা সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ করে ফেলি। তার অন্যতম একটি কারণ হলো- আমরা কুরআন খুব দ্রুত তিলাওয়াত করি। দ্রুততার কারণে মাঝে মধ্যে আমাদের উচ্চারণগুলো সুন্দর হয় না, অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণ অশুদ্ধ হয়ে যায়, কখনো অস্পষ্ট হয়ে যায়, যা মোটেই উচিত নয়।

কুরআন কিভাবে তিলাওয়াত করতে হবে, তার নির্দেশনা আল্লাহ কুরআনের মধ্যেই বলে দিয়েছেন। রাসূল সা:-এর জীবনে সেই তিলাওয়াতের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাসূল সা:-কে উদ্দেশ করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 'কুরআন তিলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে, সুস্পষ্টভাবে।' (সূরা মুজাম্মিল-০৪) আনাস রা:-কে রাসূলুল্লাহ সা:-এর তিলাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, নবীজী সা: শব্দগুলোকে টেনে টেনে পড়তেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়ে বললেন যে, তিনি আল্লাহ, রহমান ও রহিম শব্দকে টেনে পড়তেন।' (বুখারি-৫০৪৬) উম্মে সালামা রা:-কেও একই প্রশ্ন করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন, নবীজী সা: প্রতিটি আয়াত আলাদা করে পড়তেন এবং প্রতি আয়াত পরে থামতেন। তিনি আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বলে থামতেন। তার পর আর রাহমানির রাহিম বলে থামতেন। তার পর মালিকি ইয়াওমিদ্দিন বলে থামতেন।' (আবু দাউদ-১৪৬৬, সুনানে তিরমিজি-২৯২৭)

যারা খুব দ্রুত তিলাওয়াত করে, তাদের এ ব্যাপারে হাদিসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। দ্রুত তিলাওয়াত করতে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমরা কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম এমন সময় রাসূল সা: এলেন। তখন আমাদের সাথে কিছু গ্রাম্য মানুষ ছিল, কিছু অনারব মানুষও ছিল। রাসূল সা: বললেন, 'তোমরা কুরআন পড়ো, তোমরা প্রত্যেকেই উত্তম মানুষ। আর অচিরেই এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কুরআনকে সোজা করবে, যেভাবে তীর সোজা করা হয়। (তারা তাজবিদ নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করবে) আর তারা কুরআন পাঠে খুব তাড়াহুড়া করবে, অপেক্ষা করে আস্তে ধীরে তিলাওয়াত করবে না।' (সুনানে আবু দাউদ-৮৩০) প্রায় একই ধরনের হাদিস সাহাবি হজরত সাহাল রা: থেকেও বর্ণিত হয়েছে- তিনি বলেন, আমরা কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করছিলাম এমন সময় রাসূল সা: এলেন। তিনি বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর কিতাব একটিই। আর তোমাদের কেউ লাল, কেউ সাদা আবার কেউ কালো। (তোমরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষ) তোমরা ওই সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের আগে কুরআন পড়ো, যারা কুরআন সোজা করবে যেভাবে তীর সোজা করা হয়। আর তারা কুরআন পাঠে খুব তাড়াহুড়া করবে, অপেক্ষা করে আস্তে ধীরে তিলাওয়াত করবে না।' (সুনানে আবু দাউদ-৮৩১)

আমরা কুরআন মাজিদ দ্রুত তিলাওয়াত করি। অন্যান্য কিছু আমলও খুব দ্রুত করার চেষ্টা করি। আমরা মনে করি, দ্রুত তিলাওয়াত করে যত বেশি পড়তে পারব, তাড়াহুড়ো করে যত বেশি আমল করতে পারব, তত বেশি সওয়াবের অধিকারী হতে পারব এবং কিয়ামতের দিন বেশি হওয়াটা আমাদের জন্য লাভজনক হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, কিয়ামতের দিন আমাদের আমল গণনা করা হবে না যে, কে কত পারা তিলাওয়াত করল, কত খতম শেষ করল বা কত রাকাত নামাজ পড়ল; এসব দেখা হবে না; বরং মিজানের পাল্লায় আমাদের আমলগুলো পরিমাপ করা হবে। ওজন করা হবে। যেমন- কুরআন মাজিদে আল্লাহ বলেছেন- 'কিয়ামতের দিন সঠিকভাবে আমলগুলো ওজন করা হবে, সুতরাং যাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম ও কৃতকার্য হবে।' (সূরা আরাফ-০৮) এ জন্য তাড়াহুড়ো করে আমলের সংখ্যা না বাড়িয়ে আস্তে ধীরে আমল করে আমলের গুণগত মান বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 'যার পাল্লাগুলো ভারী হবে, সে সন্তোষজনক জীবনে থাকবে।' (সূরা কারিয়াহ : ৬-৭)

আমাদের আমলগুলোর সংখ্যা বাড়ানো বেশি প্রয়োজন নাকি ওজন বাড়ানো বেশি করা প্রয়োজন, এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ: অনেক সুন্দর সমাধান দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমলের ওজন ইখলাস তথা আন্তরিকতা ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যতার কারণে বেড়ে যায়। যার আমল আন্তরিকতাপূর্ণ ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংখ্যায় কম হলেও তার আমলের ওজন বেশি হবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সংখ্যায় অনেক আমল করবে, নামাজ, রোজা, দান-সদকা, হজ-ওমরাহ অনেক করবে, কিন্তু আন্তরিকতা ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্য কম হবে, তার আমলের ওজনও কম হবে। মানুষ আমলের যে পুঁজি নিয়ে আল্লাহর আদালতে আসবে তা ভারী না হালকা, তার ভিত্তিতে সেখানে ফয়সালা অনুষ্ঠিত হবে। (মাজমুল ফাতাওয়া লিশাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ : ১০/৭৩৫-৭৩৬) সুতরাং কুরআন তিলাওয়াতসহ সব ধরনের আমলের ব্যাপারে আমাদের আন্তরিক হতে হবে। আল্লাহর নির্দেশনা ও রাসূল সা:-এর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করতে হবে। ইমাম গাজ্জালি রহ: বলেছেন, 'অনেক মানুষ এমন রয়েছে, তারা কুরআন তিলাওয়াত করে কিন্তু কুরআন তাদেরকে অভিশাপ দিতে থাকে।' (ইয়াহইয়ু উলুমিদ্দিন-১/৩২৪) এর ব্যাখ্যায় অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যারা দ্রুত তিলাওয়াত করে, অক্ষরগুলো স্পষ্টভাবে পড়ে না, উচ্চারণ সুন্দর করে না কুরআন তাদেরকে অভিশাপ দেয়। আমরা কুরআনের অভিশাপ থেকে বেঁচে থাকি।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত- রাসূল সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি চায় সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বেশি ভালোবাসুক এবং বেশি ভালোবাসা পাক, সে যেন কুরআন দেখে তিলাওয়াত করে।' (বাইহাকি, শুআবুল ঈমান-২২১৯) আরেক হাদিসে হজরত আবু উমামাহ রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি রাসূল সা:-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, 'তোমরা কুরআন পাঠ করো। কেননা কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আগমন করবে।' (মুসলিম-১৯১)

সুতরাং আমাদের জন্য উচিত হবে, আমরা এমনভাবে কুরআন তিলাওয়াত করব, যে তিলাওয়াত আমাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নৈকট্য লাভের মাধ্যম হবে। ভালোবাসা পাওয়ার উপায় হবে। মিজানের পাল্লা ভারী হওয়ার মাধ্যম হবে। যে তিলাওয়াত আমাদের জন্য সুপারিশকারী হবে। আমাদের তিলাওয়াত আমাদের জন্য অভিশাপ না হোক।

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ঝুলন্ত মসজিদ

আপনজন ডেস্ক: 'জাবালে ওমর টাওয়ার' সৌদি আরবের ভিশন ২০৩০ লক্ষ্যমাত্রায় নির্মিত। পবিত্র মসজিদুল হারামের পাশেই অবস্থিত এ টাওয়ার। এ টাওয়ারে নির্মিত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ঝুলন্ত মসজিদ। ১৬১ মিটার উচ্চতার এ ঝুলন্ত মসজিদ প্রায় ৫৩ তলা ভবনের সমান স্থানে অবস্থিত।

সৌদি আরব জাবালে ওমর টাওয়ারে এ মসজিদ নির্মাণ করে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ঝুলন্ত মসজিদ তৈরির সৌভাগ্য অর্জন করল।

সৌদি আরবের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান মক্কা রিয়েল এস্টেট এই মসজিদ ও জাবালে ওমর টাওয়ার নির্মাণ করে। কোম্পানির পরিচালক আনাস সালেহ সাইরাফি গণমাধ্যমকে জানান, জাবালে ওমরে অবস্থিত এ মসজিদ ১৬১ মিটার উচ্চতায় নির্মিত। সাধারণ বিল্ডিংয়ের সঙ্গে মেলাতে গেলে যার উচ্চতা হবে ৫৩ তলা ভবনের সমান। মূলত পবিত্র কাবাসংলগ্ন দুটি জোড়া টাওয়ারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে নির্মিত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু এই ঝুলন্ত মসজিদ। জাবালে ওমর টাওয়ার থেকে মুসল্লিরা পবিত্র কাবা শরিফের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দৃশ্য সরাসরি দেখতে পাবেন। পাশাপাশি মসজিদের ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেমের সমন্বয় করা হবে পবিত্র কাবা শরিফের সঙ্গে।

মসজিদটির আয়তন ৪০০ বর্গমিটার। এখানে দুই শতাধিক মুসল্লি একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারবেন। জাবালে ওমর টাওয়ার মক্কার একটি আশ্চর্যজনক স্থাপত্য। আগামী বছরের এপ্রিলের দিকে এটির উদ্বোধন হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে এর নির্মাণকাজ শুরু হয়। জাবালে ওমর টাওয়ারটি প্রায় ৫০০০ বর্গমিটার জায়গায় নির্মিত হয়েছে। এতে ১ হাজার ৪৮৪টি কক্ষ রয়েছে। আকর্ষণীয় স্থাপত্যনকশায় প্রাচীন আরবীয় ছাপ রয়েছে। জাবালে ওমরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এ টাওয়ার থেকে পবিত্র কাবা, মক্কা মিউজিয়াম, মসজিদুল জিন, জান্নাতুল মুআল্লা কবরস্থান, আবরাজ আল বাইতসহ অনেক ঐতিহাসিক স্থাপনা দেখা যায়। বিশ্ববিখ্যাত স্থপতি ফস্টার অ্যান্ড পার্টনার টাওয়ারটির ডিজাইন করে।

এসি মিলানের কাছে হেরে লজ্জার রেকর্ড পিএসজির

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচের বয়স দশ মিনিটে গড়ানোর আগেই লিড নেয় প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)। লা প্যারিসিয়ানদের তিন মিনিট পরই অবশ্য সমতা টানে এসি মিলান। দ্বিতীয়ার্ধে আরেক গোল দিয়ে জয়ও তুলে নেয় রোজেনেরিরা। মঙ্গলবার সান সিরো স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়নস লীগের ‘এফ’ গ্রুপের ম্যাচে পিএসজিকে ২-১ গোলে হারায় স্বাগতিক এসি মিলান। ইতালিয়ান সিরি আ’র ক্লাবটির কাছে হেরে লজ্জার এক রেকর্ড গড়েছে ফরাসি লিগ ওয়ানের দলটি।

প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের ৯ম মিনিটে স্লোভাক ডিফেন্ডার মিলান স্ক্রিনিয়ারের গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। ১২তম মিনিটে সমতা টানেন এসি মিলানের পর্তুগিজ উইঙ্গার রাফায়েল লেয়াও। আর ৫০তম মিনিটে ফরাসি ফরোয়ার্ড অলিভিয়ে জিরুর গোলে ২-১ ব্যবধানের জয় পায় এসি মিলান। চ্যাম্পিয়নস লীগের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো প্রতিযোগিতাটির গ্রুপপর্বে কোনো ইতালিয়ান ক্লাবের কাছে হরালো ফরাসি কোনো দল। তাছাড়া দীর্ঘ ২৮ বছর পর চ্যাম্পিয়নস লীগের ম্যাচে এসি মিলানের কাছে পরাস্ত হলো পিএসজি। সবশেষ ১৯৯৫ সালের এপ্রিলে মিলানের দলটির কাছে হেরেছিল লা প্যারিসিয়ানরা। এ নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লীগে টানা তিনটি অ্যাওয়ে ম্যাচে হারলো পিএসজি।

এর আগে ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ মৌসুমে এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল প্যারিসের ক্লাবটির। রাফায়েল লেয়াওয়ের সমতাসূচক গোলটি চ্যাম্পিয়নস লীগের চলতি মৌসুমে এসি মিলানের পাওয়া প্রথম গোল। এতে প্রতিযোগিতাটিতে টানা ৫০৮ মিনিট গোল না পাওয়ার খরা ঘোচায় সান সিরোর দলটি।

‘এফ’ গ্রুপে রাতের অন্য ম্যাচে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে হারায় বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। ৪ ম্যাচে ২ জয় ও ১ ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ‘এফ’ গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে ডর্টমুন্ড। ২ জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে পিএসজি। ৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে এসি মিলান। চারে থাকা নিউক্যাসলের পয়েন্টও ৪।

স্টোকসের শতকে নেদারল্যান্ডসকে গুড়িয়ে অবশেষে ইংল্যান্ডের জয়

আপনজন ডেস্ক: কোথায় ছিল এই ইংল্যান্ড? আগেই সেমিফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে পড়া বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা টানা পাঁচ ম্যাচ হারের পর অবশেষে পেয়েছে আরেকটি জয়। পুনেতে গতকাল নেদারল্যান্ডসকে ১৬০ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে তারা, ফলে ওপরের প্রশ্নটি এখন তোলাই যায়! বেন স্টোকসের বিশ্বকাপে পাওয়া প্রথম শতক, ডেভিড ম্যালান ও ক্রিস ওকসের অর্ধশতকে পুনেতে আগে ব্যাট করে ৩৩৯ রান তোলে ইংল্যান্ড।

ব্যাটিংয়ে এক সময় আবার ধস নেমেছিল, তবে এবার স্টোকসের ইনিংসে শেষ পর্যন্ত বড় সংগ্রহই পায় তারা। জবাবে নেদারল্যান্ডস গুটিয়ে গেছে ১৭৯ রানেই।

সেমিফাইনালের সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেলেও ইংল্যান্ডের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ শীর্ষ আটে থেকে বিশ্বকাপ শেষ করা, যাতে মিলবে ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলার সুযোগ। বড় জয়ে নেট রান রেটে বিশাল উন্নতি হয়েছে তাদের, ৮ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট ও -০.৮৮৫ রান রেট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার সাতে উঠে এসেছে ইংল্যান্ড। বাটলারদের শেষ ম্যাচ পাকিস্তানের বিপক্ষে। অন্যদিকে এ হারে আনুষ্ঠানিকভাবে সেমিফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে গেছে নেদারল্যান্ডস, চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলাও এখন কঠিন তাদের। পুনের ছোট মাঠ ও মোটামুটি ব্যাটিং-সহায়ক উইকেটে টসে জিতে ব্যাটিং নেয় ইংল্যান্ড, জনি বেয়ারস্টো আরেকবার ব্যর্থ হলেও ইংল্যান্ডের শুরুটা দারুণ হয় ডেভিড ম্যালানের ৭৪ বলে ৮৭ রানের ঝোড়ো ইনিংসে। ২১তম ওভারে ১ উইকেটে ১৩৩ রান ছিল তাদের। কিন্তু এর আগে রিভার্স র‍্যাম্প শটে চার মারা জো রুট আবার সেটির চেষ্টায় বোল্ড হলে পথ হারাতে শুরু করে ইংল্যান্ড। সে সময় ১৫ ওভারে ৫৯ রান তুলতে ৫ উইকেট হারায় তারা। ব্যাটিংয়ে দুঃসময় থেকে বেরোতে পারেননি জস বাটলার এদিনও, ১১ বলে ৫ রান করেই তুলে মারতে গিয়ে আউট হন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। কিন্তু একদিকে ধস নামলেও অন্য পাশে অটল ছিলেন বেন স্টোকস, যদিও ভাগ্যের সহায়তা পান তিনি। ৪১ রানে তাঁর কঠিন ক্যাচ ছাড়েন আরিয়ান দত্ত, পরে নেদারল্যান্ডসের রিভিউ থেকেও রক্ষা পান। ৫৮ রানে অর্ধশতক পাওয়া স্টোকস পরের ৫০ রান তোলেন মাত্র ২০ বলেই।

বিশ্বকাপে স্টোকসের এটি প্রথম শতক, ম্যাচের পরিপ্রেক্ষিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণও। তাঁকে দারুণ সঙ্গ দেন ক্রিস ওকস, দুজনের সপ্তম উইকেট জুটিতে ৮১ বলে ওঠে ১২৯ রান। ওকস করেন ৪৫ বলে ৫১ রান। স্টোকস তাঁর ইনিংসে ৬টি চারের সঙ্গে মারেন ৬টি ছক্কা, ইনিংসের ২ বল বাকি থাকতে আউট হন নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে। কিন্তু একসময় ৩০০-এর বেশ নিচে গুটিয়ে যাওয়ার শঙ্কায় থাকা ইংল্যান্ডকে টেনে তোলেন ৩৩৯ রান পর্যন্ত, শেষ ১০ ওভারে ইংল্যান্ড তোলে ১২৪ রান।

ইনিংসের মাঝের ওভারগুলোতে বেশ ভালো নিয়ন্ত্রণ নিলেও শুরু ও শেষে গুবলেট পাকায় নেদারল্যান্ডস। লোগান ফন বিক একাই দেন ১০টি ওয়াইড, সেটিই বলে দেয় ডাচদের এলোমেলো বোলিংয়ের কিছুটা। রান তাড়ায় ক্রিস ওকস ও ডেভিড উইলির সামনে প্রথম পাওয়ারপ্লেতে টিকে থাকার কাজটিও করতে পারেনি নেদারল্যান্ডস। ২৩ রান তুলতেই ২ উইকেট হারায় তারা। ভাগ্যকে পাশে পাওয়া সিব্র্যান্ড এঙ্গেলব্রেখট ও ওয়েসলি বারেসির জুটিটা একটু বড় হচ্ছিল, সেটি ভাঙে বারেসির রানআউটে। এ নিয়ে বিশ্বকাপে ১২টি রানআউট হলো ডাচদের, বাকি ৯টি দল মিলে এ সংখ্যা যেখানে ২১। এঙ্গেলব্রেখট ও বাস ডি লিডি দ্রুত ফেরার পর তেজা নিদামানুরু ও অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস অপেক্ষায় রাখেন ইংল্যান্ডকে। নিদামানুরু ৩টি ছক্কায় ঝোড়ো ব্যাটিং শুরু করেছিলেন। কিন্তু একদিকে তাঁকে রেখে গুটিয়ে যায় নেদারল্যান্ডস, ১৬ রানেই শেষ ৫ উইকেট হারায় তারা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ইংল্যান্ড: ৫০ ওভারে ৩৩৯/৯ (স্টোকস ১০৮, ম্যালান ৮৭, ওকস ৫১; ডি লিডি ৩/৭৪, আরিয়ান ২/৬৭, ফন বিক ২/৮৮)

নেদারল্যান্ডস: ৩৭.২ ওভারে ১৭৯ (নিদামানুরু ৪১*, এডওয়ার্ডস ৩৮, বারেসি ৩৭; মঈন ৩/৪২, রশিদ ৩/৫৪, উইলি ২/১৯)

ফল: ইংল্যান্ড ১৬০ রানে জয়ী

ম্যাক্সওয়েলের ২০১* টেন্ডুলকারের ‘জীবনে দেখা সেরা ইনিংস’

আপনজন ডেস্ক: গ্লেন ম্যাক্সওয়েল নিজেকে নিয়ে গর্ব করতেই পারেন। বিশ্বকাপে গতকাল এই অস্ট্রেলিয়ান এমন এক ইনিংস খেলেছেন যে স্বয়ং শচীন টেন্ডুলকারও বলছেন, তাঁর জীবনে দেখা এটাই সেরা ওয়ানডে ইনিংস। সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে স্বীকৃত টেন্ডুলকার নিশ্চয়ই জীবনে কম ইনিংস দেখেননি!

গতকাল ম্যাক্সওয়েলের দ্বিশতক করার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ এই ইনিংসকে জীবনে দেখা সেরা ইনিংস বলে দাবি করেছেন টেন্ডুলকার। আর বিশ্ব ক্রিকেটের সময়ের সেরা তারকা বিরাট কোহলি বলছেন, এমন ইনিংস শুধু ম্যাক্সওয়েলই খেলতে পারেন।

গতকাল ম্যাক্সওয়েল যখন ক্রিজে আসেন, তখন হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়িয়ে আজমতউল্লাহ ওমরজাই। ২৯১ রানের লক্ষ্যে ৫০-এর আগে চার ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে বিপদে অস্ট্রেলিয়া। এরপর ম্যাক্সওয়েলকে ক্রিজে রেখে ফিরে গেছেন আরও তিনজন। একপর্যায়ে অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ দাঁড়ায় ৭ উইকেটে ৯১ রান। স্বাভাবিকভাবেই জয়ের অপেক্ষায়ই ছিল আফগানিস্তান। আফগানদের সেই স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে আর চোটের বাধা এড়িয়ে ম্যাক্সওয়েল একাই করলেন ২০১।

অষ্টম উইকেটে প্যাট কামিন্সকে সঙ্গে নিয়ে ২০২ রানের জুটি গড়লেন, যেখানে কামিন্সের অবদান কত জানেন তো—৬৮ বলে ১২! হয়তো এমন অবিশ্বাস্য কিছু দেখেই টেন্ডুলকারও বলতে বাধ্য হয়েছেন ‘এই ইনিংসটাই সেরা।’ এক্সে (সাবেক টুইটার) টেন্ডুলকার লিখেছেন, ‘সর্বোচ্চ চাপ থেকে সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স। আমার জীবনে দেখা সেরা ওয়ানডে ইনিংস এটাই।’ টেন্ডুলকার প্রশংসা করেছেন ১২৯ রানের ইনিংস খেলা ইব্রাহিম জাদরানেরও। এই কিংবদন্তি লিখেছেন, ‘আফগানিস্তানকে ভালো সংগ্রহ এনে দেওয়ার জন্য ইব্রাহিম জাদরান দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলেছে। দ্বিতীয় ইনিংসেও তারা দারুণ শুরু করেছে, ৭০ ওভার ভালো ক্রিকেট খেলেছে। তবে ম্যাক্সওয়েলের খেলা শেষ ২৫ ওভার ম্যাচের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেওয়ায় যথেষ্ট ছিল।’

কোহলি ম্যাক্সওয়েলের বন্দনা করেছেন ইনস্টাগ্রামে। ইনস্টাগ্রামের ডে-তে কোহলি লিখেছেন, ‘শুধু তুমিই এটা করতে পারো। উন্মাদ।’ পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার ওয়াকার ইউনিস এক্সে লিখেছেন, ‘গত সন্ধ্যায় ম্যাক্সওয়েল সত্যিকার অর্থে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। সত্যিই অসাধারণ। ভবিষ্যতে এমন কিছুর সাক্ষী হওয়া কঠিন হবে।’ এত শুভেচ্ছাবার্তা আর প্রশংসা পেয়ে ম্যাক্সওয়েলও চুপ করে থাকতে পারেননি। এক্সে অস্ট্রেলিয়ান তারকা লিখেছেন, ‘এত ভালোবাসা পেয়ে আমি বিহ্বল। যাঁরা বার্তা পাঠিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ।’

গত রাতে আর্লিং হলান্ডের যে ‘মধুর’ অভিজ্ঞতা হলো, সেটা একেবারেই ব্যতিক্রম। প্রতিপক্ষ দলে তাঁর এত বড় ভক্ত আছেন, তা কি জানতেন! উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে গত রাতে ইয়াং বয়েজের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল ম্যানচেস্টার সিটি। সে ম্যাচেই প্রথমার্ধ শেষে ড্রেসিংরুমে ফেরার পথে কিনা হলান্ডের কাছে জার্সি চেয়ে বসলেন ইয়াং বয়েজ অধিনায়ক মোহাম্মদ আলী কামারা! জার্সি খুলে কামারার হাতে তুলে দিয়ে ‘আবদার’ মিটিয়েছেনও হলান্ড।

১৫ বছরে ‘প্রথম’ হার বার্সেলোনার

আপনজন ডেস্ক: বল দখল কিংবা আক্রমণ- দুই ক্ষেত্রেই শাখতার দানেৎস্কের ওপর আধিপত্য দেখায় বার্সেলোনা। ম্যাচজুড়ে দাপুটে ফুটবল খেললেও অবশ্য জয় পায়নি ব্লাউগ্রানারা। মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়নস লীগের ‘এইচ’ গ্রুপের ম্যাচে শাখতারের মাঠে ১-০ গোলে হারে বার্সেলোনা। এই পরাজয়ে পুরনো স্মৃতি ফেরায় ব্লাউগ্রানারা। ঘরের মাঠে ম্যাচের ৪০তম মিনিটে এগিয়ে যায় শাখতার দানেৎস্ক। জয়সূচক একমাত্র গোলটি করেন ইউক্রেনিয়ান ফরোয়ার্ড দানিলো সিকান। চ্যাম্পিয়নস লীগে দীর্ঘ ১৫ বছর পর বার্সেলোনাকে হারালো শাখতার দোনেৎস্ক। সবশেষ ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে ব্লাউগ্রানাদের ৩-২ গোলে হারিয়েছিল দলটি। দুই হারের মাঝে চার দেখায় শতভাগ জয় পেয়েছে বার্সেলোনা।

বার্সেলোনার বিপক্ষে শাখতার দোনেৎস্কের পাওয়া তৃতীয় জয় এটি। যা চ্যাম্পিয়নস লীগে এক দলের বিপক্ষে পাওয়া দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জয় ইউক্রেনিয়ান ক্লাবটির। শুধু এএস রোমার বিপক্ষে বার্সেলোনার চেয়ে বেশি ম্যাচ জিতেছে শাখতার, ৪টি।

‘শ্রীলঙ্কায় এলেই সাকিবকে পাথর মারা হবে’

আপনজন ডেস্ক: অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউসকে টাইমড আউট করার একদিন পার হলেও বিষয়টি উত্তাপ ছড়াচ্ছে। এবার তাতে এনিয়ে কথা বললেন ম্যাথিউসের ভাই ট্রেভিন ম্যাথিউস। তার দাবি, শ্রীলঙ্কায় যদি সাকিব আল হাসান কখনো খেলতে যান, তাহলে বাংলাদেশের অধিনায়ককে পাথর ছুঁড়ে মারবে সমর্থকরা।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে অসংখ্যবার শ্রীলঙ্কায় গেছেন সাকিব। এ ছাড়াও ক্যারিয়ারে বেশ কয়েকবার লঙ্কা প্রিমিয়ার লীগের (এলপিএল) খেলতেও শ্রীলঙ্কা গেছেন সাকিব। শেষবারের এলপিএলও তিনি খেলছেন গল টাইটান্সের হয়ে। বরাবর শ্রীলঙ্কায় স্বাগত জানানো হয়েছে সাকিবকে। যদিও ম্যাথিউসের ‘টাইমড আউটের’ আবেদন করার পর শ্রীলঙ্কার ভক্তরা আর সাকিবকে স্বাগত জানাবে না বলেই বিশ্বাস ম্যাথিউসের ভাই ট্রেভিন ম্যাথিউসের।

ভারতের গণমাধ্যম ডেকান ক্রনিকালকে ট্রেভিন বলেন, ‘আমরা খুবই হতাশ। বাংলাদেশের অধিনায়কের কোনো স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নেই। সে ভদ্রলোকের খেলায় কোনো মানবিকতা দেখায়নি। সাকিবকে শ্রীলঙ্কায় আমন্ত্রণ জানানো হবে না। সে যদি আন্তর্জাতিক অথবা এলপিএলের ম্যাচ খেলতে এখানে আসে তাহলে তাকে পাথর মারা হবে অথবা ভক্তরা তাকে বিদ্রুপ করবে।’

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচটিতে ম্যাথিউস যে হেলমেট নিয়ে মাঠে যান সেটা নিয়ে অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি। টিভি রিপ্লেতে দেখা যায় যে ফিতা দিয়ে হেলমেট আটকে রাখা হয় সেটি কাজ করছিল না। পরে আরেকটি হেলমেট আনা হলে সেটিও পছন্দ হয়নি এই লঙ্কান ব্যাটারের। এসব করতে করতে নির্ধারিত দুই মিনিট অতিক্রম করে ফেলেন ম্যাথিউস। সুযোগ পেয়ে এক সতীর্থের পরামর্শে আপিল করে বসেন সাকিব। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী ম্যাথিউসকে ‘আউট’ দিতে বাধ্য হন আম্পায়ার। তারপর কিছুক্ষণ যুক্তি তর্কে মাতলেও শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়েন ম্যাথিউস। এই ঘটনার পর সাকিবের সমালোচনা করেছেন অনেকেই। তবে সাকিবের পক্ষেও কথা বলেছেন কেউ কেউ।

আইসিসি র‍্যাঙ্কিং বাবরকে সরিয়ে শীর্ষে গিল

আপনজন ডেস্ক: আইসিসি ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের ব্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান হারালেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম। তাঁকে সরিয়ে প্রথমবারের মতো ব্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছেন ভারতীয় ওপেনার শুবমান গিল।

ভারতের চতুর্থ ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের ব্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠলেন গিল। এর আগে শীর্ষে ছিলেন শচীন টেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনি ও বিরাট কোহলি। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ১০-এর চারজনই ভারতীয়, যেখানে শীর্ষ স্থান ফিরে পেয়েছেন মোহাম্মদ সিরাজ। ওয়ানডে অলরাউন্ডার ব্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে আছেন সাকিব আল হাসান।

২ নভেম্বর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৯২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন গিল। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে করেন ২৩ রান। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে ৬ ইনিংসে করেছেন ২১৯ রান। বাবর সর্বশেষ ইনিংসে করেছেন ৬৬ রান। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে বাবরের রান ২৮২। বর্তমানে গিলের রেটিং পয়েন্ট ৮৩০।

বাবরের রেটিং পয়েন্ট গিলের চেয়ে ৬ পয়েন্ট কম, ৮২৪। ৩ ধাপ এগিয়ে চারে উঠে এসেছেন কোহলি (৭৭০)। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে শতক করেছিলেন কোহলি। ৩ নম্বরে আছেন বিশ্বকাপে চারটি শতক করা প্রোটিয়া ওপেনার কুইন্টন ডি কক (৭৭১)। ডেভিড ওয়ার্নার আছেন তালিকার পাঁচে (৭৪৩)। ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা তালিকার ৬ নম্বরে (৭৩৯)।

নববারাকপুর পুরসভা ফুটবল অ্যাকাডেমি লিগ টেবিলে টিকিয়ে রাখল নববারাকপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি ● বারাকপুর

আপনজ: আইএফএ অনুর্ধ ১৪ নার্সারি ফুটবল লিগে গ্রুপ এ র ষষ্ঠ খেলায় সোমবার সুখচর ইউনিয়ন ফুটবল খেলার মাঠে সোদপুর ফ্যাশানজোনের কাছে দুই গোলে পিছিয়ে থেকে ও নববারাকপুর পুরসভা ফুটবল অ্যাকাডেমি দ্বিতীয়ার্ধে অসাধারণ দুটি গোল করে নার্সারি ফুটবল লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে ধরে রাখল। সোদপুর সুখচর ইউনিয়ন ফুটবল ময়দানে সোমবার বিকেলে খেলার প্রথমার্ধে সোদপুর ফ্যাশানজোনের পক্ষে দুটি গোল করে রাজদীপ পাল এবং রোহন হালদার। দ্বিতীয়ার্ধে গোল পরিশোধ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে নববারাকপুর পুরসভার ফুটবল অ্যাকাডেমি।দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রিকিকে অসাধারণ দুটি গোল করে স্ট্রাইকার আরিয়ান মন্ডল এবং জাইদ কারিকর। খেলার সমতা ফেরায়। খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হলে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থান ধরে রাখল নববারাকপুর পুরসভা ফুটবল অ্যাকাডেমি।গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন সোদপুর ফ্যাশানজোন।লিগের ফুটবলে ফ্যাশানজোনের কাচরাপাড়ার রাজদীপ পাল দশটি গোল করেছে।ফ্যাশানজোন ছয়টি খেলায় পাঁচটিতে জিতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। নববারাকপুর পুরসভার ফুটবল অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষক রাখি সিকদার জানান ছেলেরা চেষ্টা করেছে।ভালো খেলেছে। আরো গোল হত। ইতিমধ্যেই ছয়টি খেলায় তিনটিতে জয় হয়েছে। দুটিতে হেরেছে। একটিতে ড্র করেছে। নববারাকপুর পুরসভা ফুটবল অ্যাকাডেমির লিগে দশ পয়েন্ট পেয়ে লিগ টেবিলে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।উপস্থিত ছিলেন নববারাকপুর পুরসভার সকল প্রশিক্ষক, ফিজিও এবং ক্রীড়াবীদরা।

অ্যাথলেটদের বিকাশের লক্ষ্যে তৎপর ‘এসিএবি’

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজ: ক্রিকেট, ফুটবলের পাশাপাশি অ্যাথলেটিক্সকে বাংলার ক্রীড়া প্রেমীদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে এবং অ্যাথলেটদের বিকাশের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে এ্যাথলেটিক কোচেস এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (এসিএবি)। অ্যাথলেটিক্সের সামগ্রিক মানোন্নয়নে এসিএবির বার্ষিক সাধারণ সভায় একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ দিন কলকাতা কেনেল ক্লাবের তাঁবুতে এসিএবি’র সদস্য, সদস্যা ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে সারা বছরের হিসাব নিকাশ সাফল্যের খতিয়ান এবং আগামী দিনের পরিকল্পনা, কর্মসূচি তুলে ধরেন ‘এসিএবি’র সচিব স্বপন রাহা। ‘এসিএবি’র বার্ষিক সাধারণ সভার পাশাপাশি এদিন বিজয়া সম্মিলনী এবং দৌড় দিবস পালন করা হয়। অ্যাথলেট শিক্ষার্থীদের উত্তরণের পথ দেখাতে এদিন একাধিক প্রস্তাব পেশ করেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়াবিদ সংগঠনের কনভেনার ইসমাইল সর্দার। তিনি বলেন, বর্তমানে অনেক সফল অ্যাথলেটরা সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, অ্যাথলেট শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় মাঠ নেই। অ্যাথলেটিক্সের প্রতি সরকারি উদাসীনতার কথা তুলে ধরে সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর শরণাপন্ন হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি অ্যাথলেট শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে প্রতিটি এলাকায় অ্যাথলেট মিট আয়োজনের অনুরোধ করেন। এ বছরই অশোকনগরে প্রশিক্ষক বাসুদেব ঘোষের তত্ত্বাবধানে রাজ্য স্তরে এথলেট মিটের আয়োজন করা হবে বলেও জানান।

ভরসা একমাত্র আল্লাহ্

সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন (বালক)

মদিনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান

পঞ্চম হইতে দ্বাদশ কলা ও বিজ্ঞান, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত ও জিডি সার্কেলভুক্ত

মূল অনুপ্রেরক -

পিছিয়ে পড়া সমাজের নয়ন-মনি দানবীর, বাংলার গৌরব আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেব ও তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত মুসলিম সমাজের গর্ব আলহাজ্ব নুরুল হক (আই.এ.এস) সাহেবের সুযোগ্য নেতৃত্বে সোনার মনিটরিং কমিটি।

আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেব

আলহাজ্ব নুরুল হক সাহেব

অফিসঃ 6294233308/ 7478196702 / 9475244994

--: মনের কথা :-

আপনার ভালোবাসার সন্তান ও আত্মীয়কে যদি প্রকৃতই ইসলামী ভাবধারায় উচ্চশিক্ষিত, দায়িত্বশীল নাগরিক ও দু' জাহানেরই গর্বের সন্তান তৈরি করতে চান, তবে অবশ্যই আমার মিশন পরিবারে দিতে অনুরোধ জানাই।

আমাদের বৈশিষ্ট্য :- ৪০ বৎসরের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সভাপতি ও প্রকৃত মানব ও সমাজদরদী আদর্শ শিক্ষক দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী আমার সম্পাদক - এই দুই সদাহাস্যময় ব্যক্তিত্বের প্রত্যহ নজরদারিতে এবং প্রকৃতই ভালোমানের ও ভালো মনের একঝাঁক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকদের নজরদারিতে আবির্ভাবেই এ প্রতিষ্ঠান সাড়া জাগিয়েছে। শুধু গণিত, ইংরেজি নয়— সর্ব বিষয়ে নজরদারি। কুরআন শেখা, তালিম, হাদীস ও শরিয়তের অনুশীলন, নামাজ— ঐচ্ছিক নয়, অবশ্যিক। প্রতি ৩০ জনে ১ জন আরবি শিক্ষক (বর্তমানে ১২ জন— সারা দেশে একমাত্র আমরা), ছোট ছোট গ্রুপ কোচিং। প্রতি শনিবার বাদ ফজর সকল ছাত্রকে সামনে নিয়ে নৈতিক চরিত্র গঠনে ৪৫ মিঃ হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সাহেব। অ্যাডমিশন ফিজ ও সীট চার্জ একবার, সেশন চার্জ বছরে ১ বার, খাওয়া পড়ায় মাসে ১ বার এর বাইরে এক পয়সাও নয়। -

স্বপ্ন নয়, গল্প নয়- বিজ্ঞাপনের চমক- ও নয়। ৬০ শতাংশের বেশি ছাত্র দরিদ্র পরিবারের ও নামমাত্র খরচায় পড়াশুনা করা তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিভাগের নিম্ন ও কিছু মধ্য মেধার ছাত্র নিয়ে এ অভাবনীয় ফল। মিশনের ভালো মানের ও ভালো মনের শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস মেহনতেরই প্রামাণ্য দলিল। মিশন সাম্রাজ্যের এই প্রতিষ্ঠানই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা ভারতবর্ষের বাইরে আন্তর্জাতিক স্তরে খেলাধূলাতেও (মালয়েশিয়া ও ভুটানে) জাতীয় পতাকা হাতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেও কাপ জিতেছে।

ফর্ম পাওয়া যাচ্ছেঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ হইতে

মিশন অ্যাডমিশন টেস্টঃ ১২ই নভেম্বর, ২০২৩, রবিবার, বেলা ১২ টায়

ফলাফলঃ ১৯শে নভেম্বর, ২০২৩ (মিশন অফিসে)

ফর্ম পাওয়া যাবেঃ-

- সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান , মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০, ৯৯৩৩৬৫৫৭৯৯
- মায়া আটাচাকী – রসিকপুর, বর্ধমান। ৯৪৩৪৪৭৩৭৪৪
- ওয়েবেল কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার- কৃষ্ণগঞ্জ, হুগলী, আকতার আলী খান – ৯৯৩২০৬৬১২৯
- সোলাইমানী দাওয়া ও দোওয়া (মুফতি মোক্তার সাহেব) – রসুলপুর স্কুল রোড(চশমার দোকানের উপরে)
- খান সু হাউস – নতুনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া। এনামুল হক খান, মোঃ- ৯৩৭৮৪৮৮৫৫৭
- সুপার মিল্ক স্টোর্স – মসজিদ মার্কেট, কাটোয়া। মহঃ মনোয়ার হোসেন – ৮৯১৮২৫৩১৯৫
- দীপ ওয়ার্ল্ড লিংক – সালার (পুরাতন বাসষ্ট্যান্ড) ,মুর্শিদাবাদ, মোঃ- ৯৭৯২৯৭২২২২/ ৭৭৯৭৫৮৮৪১৮

পরীক্ষাকেন্দ্রঃ-

- সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান , মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০ ৯৯৩৩৬৫৫৭৯৯
- ইকরা মিশন – মোঃ ৬২৯৫১৯৪৫৩৬, কাঁটাগড়িয়া, লোহাপুর, বীরভূম
- সালার ইনফিনিট মিশন – সালার, রেলগেট, মুর্শিদাবাদ মোঃ ৯৭৩২৩০৩০৬৬/ ৭০৭৬৮৮৮৮৯৩
- আমিনা মিশন – কৃষ্ণপুর, চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর মোঃ ৯৯৩৩৭৯০২৪৪/ ৯৯৩২০৬৬১২৯ (পারভেজ সরকার)

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**